আপনার সন্তানকে কি শেখাবেন কেন শেখাবেন

আল্লামা সাইয়েদ ইবনে হাসান নাজাফী

আপনার সন্তানকে কি শেখাবেন কেন শেখাবেন

আল্লামা সাইয়েদ ইবনে হাসান নাজাফী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুশ শহীদ

প্রকাশক ঃ ডন পাবলিশার্স

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক ঃ ডন পাবলিশার্স
৮৩/১ ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী '৯৫

প্রচ্ছদ ঃ মামুন কায়সার

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র
বিদেশে ঃ US $ M2 Only.

সম্পাদনা ঃ আবুল হোসেন

APNAR SHANTANKE KI SHIKHABEN KENA SHIKHABEN
Bengali version of Allama Syed **Ibne Hasan** Najafi's 'USUL-E- TARBIYAT'
Translated by Muhammad Abdus Shahid, edited by Mr. Abul Hossain,
Published by Dawn Publishers, 83/1, Indira Road, Dhaka-1215, Bangladesh.

www.nagorikpathagar.org

সূচী

	পৃষ্ঠা
একটি ভুল ধারণার অপনোদন	৬
পিতামাতার প্রতি সন্তান-সন্তুতির কর্তব্য	১১
সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব	১৯
সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	২৭
উত্তম চরিত্র	৩১
শিক্ষা ও কর্মকুশলতা	৩৭
পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ	৪৭
আদর ও সোহাগ	৫২
শ্রমের মর্যাদা	৫৭
হালাল উপার্জন	৬১
ভালো কাজে উৎসাহ দান	৬৫
ন্যায়পরায়ণতা	৬৭
নিয়ম শৃঙ্খলা	৭১
আত্মনির্ভরশীলতা	৭৫

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

মানুষ দ্বিমাত্রিক প্রাণী। মানুষের মধ্যে একদিকে রয়েছে তার পশুপ্রবৃত্তি অন্যদিকে রয়েছে ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার বাছাই শক্তি। সে কি সত্য, ন্যায় ও কল্যাণকামিতার পথকে তার জীবনের জন্য বাছাই করবে না, মিথ্যা, অন্যায় ও জুলুমের পথে চলবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেই তার বৃহত্তর জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল।

মানুষকে যদিও খোদায়ী বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তবুও তার পিতামাতা ও সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবের কারণে তার খোদায়ী স্বভাবের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুকাল থেকেই তার পিতামাতা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার মধ্যকার সুপ্ত চিন্তা ও বিচার শক্তিকে লালনের মাধ্যমে বিকাশ ঘটাতে থাকবে যাতে সে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে। আজ গোটা বিশ্ব এমন কি মুসলিম দেশসমূহের শাসন কর্তৃত্ব ও শিক্ষা সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ খোদাদ্রোহী, দুনিয়া লোভী, জালিম, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের স্থানীয় অন্ধ অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কারণে দেশ ও সমাজের গোটা পরিবেশ সত্য, ন্যায়নীতি ও ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনি একটা কঠিন ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বসবাসরত অবস্থায় প্রতিটি সচেতন পিতামাতাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা তাদের প্রিয় সন্তানদেরকে সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত প্রচলিত জুলুমমূলক, ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন হিসাবে গড়ে তুলবেন, না আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তাদেরকে খোদায়ী গুণাবলীর অধিকারী করে তুলবেন। যাতে তারা মানুষের কল্যাণকামী নিঃস্বার্থ সেবকে পরিণত হয়। ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছেলেমেয়েদেরকে কিভাবে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া উচিত? কেনই বা তা দিতে হবে? কোরআন হাদীসের নির্দেশ সম্বলিত এই ধারারই বেশ কিছু বই আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় রয়েছে। আলোচ্য বইটি পাকিস্তানী বিজ্ঞ আলেম আল্লামা সাইয়েদ ইবনে হাসান নাযাফীর উর্দুতে লিখিত "উসূলে তারবিয়াত" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সন্তান-সন্ততিকে কি ধরনের ইসলামী শিক্ষা দিতে হবে তার একটা দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আশা করি এদেশের লেখক-লেখিকারা ইসলামের এসব প্রামাণ্য মূলনীতিকে সামনে রেখে ছেলেমেয়েদের উপযোগী পাঠ্য বই প্রকাশে উদ্যোগী হবেন এবং প্রত্যেক সচেতন মুসলিম পিতামাতা তার প্রিয় সন্তানদের অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী মন-মানসিকতায় গড়ার উপযোগী অত্যাবশ্যকীয় দিক নির্দেশনা লাভে সক্ষম হবেন।

বিনীত
প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জাতি উন্নতির স্বপ্ন দেখে। মুসলিম উম্মাহও সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মত শান্তি ও উন্নতির সুসংহত জীবনে উত্তরণ চায়। ইসলামী দুনিয়ার বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে আশাব্যঞ্জক নয়। মুসলিম উম্মাহর এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে হলে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে প্রত্যেকটি ব্যক্তির দুটি ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। প্রথমতঃ 'কওম' বা মুসলিম 'মিল্লাত' বলতে কি বুঝায় তা জানা। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব তার ধারণা নেয়া।

সমাজ বিজ্ঞানীদের বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে জাতি বলতে বিশেষ এক ভূখন্ডে একই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতি-প্রথা, ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক গন্ডিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা সবাই একই সরকারের অধীনে শাসিত ও পরিচালিত হতে ইচ্ছুক। জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বলতে এটাই বর্তমানে বিশ্বের প্রচলিত ধারণা।

ইসলাম বিশ্বাসীদের 'কওম' বা জাতির (Nation) বদলে 'মিল্লাত' বা 'উম্মাহ' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে।[১] ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানী 'মিল্লাত' ও 'উম্মাহ'র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে প্রচলিত সাধারণ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয়। কোরআন বিশ্বাসীদের অভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের চিন্তাধারা ও লক্ষ্য অনুসারে অন্যান্য জাতিসত্তা হতে আলাদা করে

---

১. কোরআনে 'কওম' শব্দ বার বার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু যখনই মুসলমানদের সামাজিক সত্তার প্রসঙ্গ এসেছে তখন কোরআনে 'মিল্লাত' ও উম্মাতের পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা হজ্জের ৭৮তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ এ হচ্ছে তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহীমের 'মিল্লাত'। আগেকার ধর্মগ্রন্থে তোমাদের নাম 'মুসলিম' রাখা হয়েছিল। তিনি তোমাদের নাম এটাই ধার্য করে দিয়েছেন।

সূরা বাকারা ১৪২তম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ তোমাদেরকে এভাবে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যাতে তোমরা বিশ্বসভায় সাক্ষী হয়ে থাকবে এবং রাসূলও তোমাদের সাক্ষী হয়ে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছে। 'উম্মাহ' বা 'মিল্লাত' কোন বিশেষ গোত্র বা জনগোষ্ঠী, বর্ণ, রীতি-প্রথা, ভাষা ও সংস্কৃতিকে বুঝায় না। ভৌগলিক সীমা রেখায়ও তা বেষ্টিত নয়। ইসলাম রাজনীতি ও রাষ্ট্রের গন্ডীতে বিশ্বাস করেনা।

এছাড়া কোরআন একত্ববাদের দ্বীনকে একটি বিশ্বমতবাদ বলে অভিহিত করেছে। এই একেশ্বরবাদের উদ্দেশ্যও সার্বজনীন। যারা এই দ্বীনে আস্থাশীল তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ও অভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ধার্য করা হয়েছে যাতে 'মিল্লাতে'র প্রতিটি সদস্য একই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধে, বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর নির্দেশাবলী কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর হয়। প্রত্যেকটি ঈমানদার তার এই 'মিল্লাতে'র স্বকীয়তা ও সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজনে কোন প্রকার বিজাতীয় ধারণার অনুপ্রবেশ সহ্য করবেনা। দ্বীনের শিক্ষাকে বাইরের বিষাক্ত আক্রমন হতে সংরক্ষণ করবে।

ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষাকবচ 'মিল্লাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির এই জাতীয় সত্তাবোধ কোরআন হতে উৎসারিত আকীদা ও আদর্শ। সেই আকিদা হতে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি পল্লবিত ও প্রস্ফুটিত। জীবনের সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য ও পালনীয় এই আদর্শ মানব জীবনের পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈপ্লবিক মন্ত্র। কোরআনের নির্দেশিত পথ ধরে তাই এগিয়ে যেতে হবে সেই বিপ্লবকে সফল করতে। আল্লাহকে সম্যকভাবে চিনে তারই একত্বকে প্রতিষ্ঠা করার মহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যই মুসলিম উম্মতের আবহমান সংগ্রামী চেতনা নিবেদিত থাকবে।

কোরআনে পাক ঘোষণা করছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ.

আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জাতি নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়। যখন আল্লাহ কোন জাতির অমঙ্গল ঘটাতে চান তখন তা কেউ রুখতে পারে না; আল্লাহ ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা রা'দ, আয়াত-১১)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'লা সূরা আনফালে বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

"যদি কোন জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে তিনি তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেন তিনি তা পরিবর্তন করবেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" (আয়াত-৫৩)

হজরত আলী মুরতাজা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلٰى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ -

পৃথিবীর ঐশ্বর্য ও খ্যাতি যখন কারো ভাগ্যে জোটে তখন অন্যান্যের সব গুণাবলী তারই মাঝে শোভা পায়। আবার পৃথিবী যখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তার নিজস্ব গুণাবলী পর্যন্ত থাকে না।

ইসলামের শিক্ষা 'মিল্লাত' গঠনের প্রয়োজনে। মুসলমান হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রস্তুত করতে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাই প্রতিটি মুসলিম শিশুকে যে শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে হবে তা হচ্ছে কোরআনে উল্লিখিত 'মিল্লাত' গঠনের চিরন্তন বাণীকে তার হৃদয়ে অঙ্কিত করা। কয়েকটি ব্যাপারে আমাদের খুবই আন্তরিক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মাতাপিতা বা অভিভাবকের জ্ঞাতব্য হল ঃ

১. আমরা কি আমাদের সন্তানের অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল?
২. অভিভাবক হিসাবে আমরা কি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বুঝি?
৩. পৃথিবী জাগতিক সুখশান্তির সাথে আমরা কি সন্তানের আত্মিক উন্নয়নের জন্য কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছি?
৪. আমরা ছেলেমেয়েদেরকে যে উত্তরাধিকার দিতে চাই তার ফলাফল কি কখনো যাচাই করে দেখেছি?
৫. স্বাচ্ছন্দের সাথে সাথে সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং উঁচু মনমানসিকতা

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি করার কোন কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি?

৬. আল্লাহ আমাদের সন্তান-সন্তুতিদের লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষার যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা কি তাদেরকে যে পরিবেশে রাখা হয়েছে তার জন্য উপযোগী?

৭. তাদের শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি আছে কি?

৮. চরিত্র গঠনের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে পারছি কি ?

৯. আমরা কি সোনামণিদের মধ্যে সেই মানসিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছি যাতে তারা আল্লাহ তা'লার প্রদত্ত কেতাব ও অনুসরণীয় মনীষীদের চরিত্র ও প্রদর্শিত আদর্শ হতে উৎসারিত রীতি-নীতি মেনে চলার জন্য আগ্রহী হয়?

এ সমস্ত কিছু ইসলামী শিক্ষা/প্রশিক্ষণের দর্শনের সাথে জড়িত। যারা ইহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখতে হবে তারা কি সন্তানদের বেলায় যা করছেন তাই যথেষ্ট? পরকালের কথাটা স্মরণ করলে তাদের আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর মিলবে। কোরআনের স্মর্তব্য ভাষা হল ঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ،

প্রভু, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর তাই দাও। (বাকারা, আয়াত ঃ ২০১)

এ হল ইচ্ছাকরণ ও প্রার্থনার ভাষা। কিন্তু ইচ্ছে করলেই দাতা তা ঘরে তুলে দেয়না। সেজন্য কাজ ও চেষ্টা করতে হয়। কাজের ধারণা ইসলামে অতি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সব কিছুই কাজের বিনিময়ে যে অর্জিত হয় তা স্পষ্ট বলে দিয়েছে। কোরআনের ভাষা হল ঃ

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّامَاسَعٰى.

মানুষের ওটাই প্রাপ্য যার জন্য সে চেষ্টা করে। (আন্‌নজম, আয়াত ঃ ৩৯)

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্ম। কর্মই ধর্ম। সে কর্ম আল্লাহ পাক মানব জাতিকে করতে আদেশ করেছেন। ত্যাগের মাধ্যমে, হালাল-হারাম ভেদে কর্ম ও সাধনার নাম ধর্ম। সে ধর্ম পালনে ব্রতি হতে মুসলমানকে তার নিজের ও ছেলে সন্তানের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভাল কি, মন্দ কি তা চিনতে হবে, চেনাতে হবে। ভাল কাজ কিভাবে করতে হবে এবং নিন্দনীয় বা পাপ কাজ কিভাবে পরিহার করতে হবে

www.nagorikpathagar.org

তা জানতে হবে, জানাতে হবে। এটাই তরবিয়ত বা সুশিক্ষা, যথাযোগ্য লালন-পালন।

দার্শনিক ও জ্ঞানীদের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে ইসলামের জীবন দর্শনের ফারাক আছে। পার্থিব উন্নতি ও সুখ ভোগের দর্শন সম্পর্কে ইসলাম বলে, পার্থিব সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করে বৈরাগ্য সাধন ইসলামে নেই। পরজগতকে ভুলে শুধু ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ বিলাসকেও ইসলাম সমর্থন করেনা। দার্শনিকদের বক্তব্য বেশির ভাগই ভ্রান্ত।

আসমানী কিতাবের তালীম, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের বাণীতে সৎ পথের দিশা রয়েছে। তাদের কথা ও কাজ বিশেষত রাসূলে পাক (সাঃ) এর দৃষ্টান্ত প্রতিটি মানবসন্তানের অনুকরণীয়। কোরআন তাঁকে 'সার্থক আদর্শ' আখ্যায়িত করেছে। রাসূলে পাকের চরিত্র এবং তাঁর পবিত্র আহলে বায়তের পথিকৃৎ মহোজ্জল জ্যোতিষ্করাজির বিচ্ছুরিত আলো সবাইকে পথ প্রদর্শন করে আসছে। সন্তানদের শিক্ষা ও লালন পালনের শৃঙ্খলা ইসলামের শ্বাশ্বত জীবনবিধানে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

পিতামাতার প্রতি সন্তান-সন্তুতির কর্তব্য

একটি সত্য সবারই জানা ও স্বীকৃত যে সন্তানের উপর মাতাপিতার হক বা অধিকার রয়েছে। সে অধিকারের প্রকারভেদ আছে অনেক। মাতাপিতার প্রতি সন্তানদের এসব অধিকার যে স্বীকার করতে চাইবেনা সে খাঁটি মুসলমান তো নয়ই তাকে মানুষ পর্যন্ত বলা যায়না।

পবিত্র কোরআনের ১২ টি স্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় মানব সন্তানকে নিজের মাতাপিতার প্রতি অত্যন্ত সংযত সুপরিমিত এবং দৃষ্টান্তযোগ্য নীতি গ্রহণ করার দিকনির্দেশনা রয়েছে। কোরআনের সূরা 'আনকাবুত' এবং সূরা 'আহ্কাফে' ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط

আমরা মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ করেছি। (আনকাবুত আয়াত ঃ ৮)

এবং আমরা মানুষের প্রতি এই ফরজ ধার্য করেছি যে সে তার মাতাপিতার প্রতি যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করবে। (আহ্কাফ, আয়াত ঃ ১৫)

www.nagorikpathagar.org

সূরা 'বাকারায়' স্রষ্টা তার ইবাদতের সাথে মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি যথাবিহিত সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারটাকে সামাজিক চুক্তির (Social Contract) অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বনি ইসরাইলদের প্রতি 'খোদার রাজ্যে' বসবাসকারী সব দায়িত্বশীল ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় সামাজিক ও নৈতিক কাঠামো প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

وَاِذْاَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِى اِسْرَائِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِا
الوالدين احسانا۔

এবং স্মর্তব্য যে আমরা ইসরাইল–সন্তানদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবেনা এবং মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। (বাকারা, আয়াত ঃ ৮৩)

একইভাবে আল্লাহ তা'লা সূরা 'নিসা'র একটি আয়াতে ইবাদতের কর্তব্য এবং একত্ববাদের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি মাতাপিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে নেজামে শরিয়ত (legislative system) এ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। নির্দেশ হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে অংশীদার করোনা; এবং যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মাতাপিতার সেবা কর। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৩৬)

সূরা 'আনয়ামে' শিরক বা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞার সাথে মাতাপিতার প্রতি উত্তম ব্যবহারের আদেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোরআনের আয়াত শিরককে যেভাবে তাওহিদী আদর্শের পরিপন্থী বলে বিবেচনা করেছে সন্তানদের নিজ নিজ মাতাপিতার প্রতি নির্দয় ব্যবহারকে যুগপৎ ইসলামী আকিদার বিরোধী বলে ঘোষণা করেছে। নির্দেশ হয়েছে ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا
وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاج

www.nagorikpathagar.org

হে রাসূল মানুষকে বলে দাও ঃ এসো তোমাদের প্রভু কি কি নিষেধ করে দিয়েছেন তা পড়ে শুনাব। তোমরা তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবেনা এবং মাতাপিতার প্রতি অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করবে। (সূরা আনয়াম, আয়াত ঃ ১৫১)

এছাড়া কোরআনের সপ্তদশ সূরায়ও স্রষ্টা মানব জাতিকে তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতির সাথে সাথে সন্তানদের মাতাপিতার সাথে দৃষ্টান্তযোগ্য সদ্ব্যবহারের নীতিকে ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নির্ধারিত করেছেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط

তোমার প্রভুর নির্দেশ হচ্ছে তাঁরই বান্দেগী করবে এবং মাতাপিতার প্রতি অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করবে। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ঃ ২৩)

সূরা লুকমানে মাতাপিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে আকাশরাজি হতেও উচ্চতর বলা হয়েছে। প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কর্তব্য প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা হল ঃ হে মানব জাতি, কেবল আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেই যথেষ্ট হবে না; আমার নির্দেশ এবং তোমাদের হৃদয়ের সহানুভূতির উপযুক্ত বহিঃ প্রকাশ তখনই ঘটতে পারে যখন তোমরা নিজ নিজ মাতাপিতার প্রতি সঠিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

কোরআনের এই আয়াত আমাদের সরাসরি দিকনির্দেশনা করেছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ
وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ۔

আর আমরা মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ প্রদান করেছি। মা কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে দুটি বছর ধরে তাকে স্তন্য দান করেছেন। সুতরাং সে যেন আমার ও তার মাতাপিতার প্রতি শুকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, আয়াত ঃ ১৪)

সূরা মরিয়মের দুটি স্থানে মাতাপিতা কিংবা মার প্রতি তার সন্তানের আনুগত্য ও সুন্দর ব্যবহারকে আল্লাহর প্রেরিত নবীদের উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া মাতাপিতা

www.nagorikpathagar.org

উভয়ের প্রতি বাধ্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্য হল ঃ

يَايَحْيٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۗ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۙ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ، وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ٥

হে ইয়াহইয়া! এই কেতাবকে সঠিকভাবে ধরে রেখ! আমি তাঁকে বাল্যকালেই নবুয়ত দান করেছি এবং নিজের বিশেষ অনুগ্রহে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা দান করেছি। তিনি নিজে ছিলেন পরহেজগার। তিনি ছিলেন মাতাপিতার প্রতি অত্যন্ত সেবাবৎসল। তিনি অত্যাচারী ও অবাধ্য ছিলেন না। (সূরা মরিয়াম ঃ ১২, ১৩, ১৪)

হযরত ঈসা (আঃ) এর শুধু জননী ছিলেন। তাঁর কথাও বিবৃত হয়েছে ঃ

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُاللّٰهِ ۚ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۙ وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُ ۖ وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ۖ وَّبَرًّا ۢ بِوَالِدَتِيْ ۙ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ٥

তিনি বললেন "আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কেতাব দান করেছেন। আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকিনা কেন আল্লাহ আমাকে বরকতময় ও পূণ্যবান করেছেন। আমাকে যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন নামাজ ও জাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন এবং আমার জননীর একান্ত অনুগত থাকতে আদেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। (সূরা মরিয়ম, আয়াতঃ ৩০, ৩১, ৩২)

যারা আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করতে সক্ষম তাদেরকে মাতাপিতার প্রতি আর্থিক খেদমতের প্রসঙ্গটি কোরআন অগ্রাধিকার দিয়েছে। কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَاتَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ٥

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে লোকজন জিজ্ঞেস করে তারা কিভাবে ব্যয় করবে। বলে দাও, তোমাদের সম্পদ হতে যা খরচ করতে চাও তা মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিছকীন ও পথিকের জন্য ব্যয় করবে। তোমরা যে ভাল কাজই করবে আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

হযরত নূহ (আঃ) মাতাপিতার প্রতি যে সদয় ব্যবহার ও ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তা কোরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ

হে প্রভু! আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে মাফ করে দাও। (সূরা নূহ, আয়াত ঃ ২৮)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রভুর দরবারে মাতাপিতাসহ নিজের ও অন্যান্যের জন্য দোয়া করছেন।

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

প্রভু! যেদিন হিসাব নিকাশ হবে সেদিন আপনি আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং সব ঈমানদারদেরকে মাফ করে দিন। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৪১)

কোরআন মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহার এবং মাতাপিতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে আরো অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছে। সূরা বনি ইসরাইলের এই আয়াতগুলো আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ করছে ঃ

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ۝

মাতাপিতার মধ্যে একজন কিংবা উভয়েই তোমাদের সামনে বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের প্রতি 'উফ' কথাটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবেনা, কটুকথা শুনাবেনা, এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলবে। আদব, নম্রতা এবং পরম শান্তি–স্বস্তির জীবন্ত

www.nagorikpathagar.org

মূর্তি হয়ে তাদের সামনে দয়াপ্রণত থাকবে। দোয়া করবে, মাতাপিতা ছোটবেলায় যেভাবে আমাদেরকে লালন পালন করেছেন, প্রভু, তাদের প্রতিও তেমন অনুগ্রহ করেন। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ঃ ২৩, ২৪)

এ প্রসঙ্গে রসূলে পাক (সাঃ)–এর বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) ও ইমাম রেজা (আঃ) এরশাদ করেনঃ

لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ لَفْظَةً اَوْجَزَفِىْ تَرْكِ عُقُوْقِ الوالِدين من وّف ، لاتى بها

সন্তানের পক্ষ হতে সর্বপ্রকার কষ্ট দেওয়া হতে মাতাপিতারকে রক্ষা করার জন্য যদি 'উফ' শব্দের চাইতে অন্য কোন সংক্ষিপ্ত কিংবা মানানসই অভিব্যক্তি থাকতো কোরআনে করিমে তার উল্লেখ হত।

– আল কাফী, তফছীরে মাজমাউল বায়ান, তবরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪০৯; তাফছিরে ছাফী, ফয়জে কাশানী, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৫৮; তাফছীরুল মীজান – আল্লামা তাবতাবায়ী ৩য় খন্ড, পৃ. ৯৮)

আয়াত শরীফ 'ওয়াখফিজ লাহুমা জানাহাজ্জুল্লি মিনার রাহমাহ'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইমাম রেজা (আঃ) লিখেছেন ঃ তোমরা সদয় ও হৃদ্যতাপূর্ণ চাহনি দ্বারা মাতাপিতাকে দেখবে, তাদের কথার উপরে কথা বলবেনা, তাদের হাতের উপর তোমার হাত বাড়াবেনা এবং রাস্তায় চলাফেরার সময় তাদের সামনে পা বাড়াবেনা।

আদব ও এহতেরামের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে হযরত ইমাম বাকের (আঃ) বলেন ঃ

نظر أبى الى رجل ومعه ابنه يمشى والابن متكئ على نراع الاب – قال : فما كلمه أبى مقتاله حتى فارق الدنيا

আমার আব্বাজান একটি লোককে তার পিতার সাথে হেঁটে যেতে দেখলেন। লোকটি তার পিতার বাহুর উপর ভর করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। এ দৃশ্য দেখার পর আব্বাজান জীবনে এই লোকটির সাথে কোন কথাই বলেননি। (মাজমুয়ায়ে ওররাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২০৮)

ইমাম বাকের (আঃ) আরো বলেছেন ঃ একবার রাসুলে পাক (সাঃ)কে

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞাসা করা হল– ব্যক্তির উপর সর্বাধিক হক বা অধিকার কার?

من اعظم حقا على الرجل ؟ قال : والداه

উত্তরে বললেন ঃ তার মাতাপিতার। (মিশকাতুল আনোয়ার)

এছাড়া রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

نظر الولد الى والديه حبالهما عبادة .

সন্তান যখন মাতাপিতার প্রতি মহব্বত ও সম্মানের চোখে তাকায় তখন তা ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। (তুহফুল উকোল– শেখ ইবনে কোবা আলহাররানী পৃ. ৬৮)

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন

عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من نظر الي ابويه نظر ماقت وهما ظالمان له ، لم يقبل الله صلاته

কারো মাতাপিতা যদি সন্তানের উপর জুলুম অত্যাচারও করে এবং সেই সন্তান যদি তার মাতাপিতাকে ঘৃণা বা উপেক্ষার চোখে দেখে তাহলে তার নামাজ আল্লাহ্ কবুল করবেন না। (উছুলে কাফী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৯)

হুজুরে পাক (সাঃ) পরিস্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

رضى الله فى رضى الولدين وسخطه فى سخطهما

আল্লাহর সন্তুষ্টি মাতাপিতার সন্তুষ্টির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। তেমনি আল্লাহর বিরাগও মাতাপিতার অভিশাপ ও মাতাপিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। (মছতাদরাকুল ওছায়িল ঃ আল্লামা হুসেন নূরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৭)

আল্লাহর নবী (সাঃ) অন্য আর এক প্রসঙ্গে বলেন ঃ

من سره ان يمدله فى عمره ، يبسط له فى رزقه فليصل ابويه فان صلتهما من طاعة الله –

যে ব্যক্তি চায় তার আয়ু বৃদ্ধি পাক, তার রেজেক সম্প্রসারিত হোক, তাকে তার মাতাপিতার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাতাপিতার সাথে

www.nagorikpathagar.org

সুসম্পর্ক আল্লাহর ইবাদতের শামিল। (বিহারুল আনওয়ার ২য় খন্ড, পৃ. ৮৫)

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) নির্দেশ করেন ঃ

من احب ان يخفف الله عزوجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولاوبوالديه بارا ٠

যে ব্যক্তি চায় যে তার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা বা সাকরাতুল মউত কম হউক তাকে তার আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। (সফিনাতুল বিহার, ২য় খন্ড, পৃ. ৮২)

নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে সাদেকে আলে মুহাম্মদ (আঃ) এর সুচিন্তিত নির্দেশ হলঃ

بروا ابائكم تبركم ابنائكم٠

তোমরা নিজেদের মাতাপিতার প্রতি ভাল ব্যবহার করলে তোমাদের ছেলেমেয়ে তোমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। (বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মজলিসী, সপ্তদশ খন্ড, পৃ. ১৮৪)

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব

সন্তানের যেমনি মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য রয়েছে তেমনি মাতাপিতারও সন্তানের প্রতি বিস্তর দায়িত্ব রয়েছে। কোরআন ও হাদীসে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

সন্তান হচ্ছে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত বিরাট নিয়ামত বা দান। সে দানের জন্য খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, বান্দা যেন প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে সেই শুক্‌র কথায় ও কাজে প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। ইসলামে শুক্‌র বা কৃতজ্ঞতা বলতে দানকৃত বস্তুর যথার্থ মূল্যায়ন ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার বোঝায়, যাতে খোদা নিয়ামতের প্রবাহ অব্যাহত রাখে।[১]

খোদার রহমত ও নিয়ামতের অব্যাহত প্রবাহের প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর ঘরে একের পর এক দুজন মহামানব আবির্ভূত হয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সংগ্রামী জীবন ছিল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নমুনা। নমরুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদিকে তিনি সফল সংগ্রাম

১. আল্লাহ পাক কোরআনে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন ঃ যদি তোমরা সত্যি সত্যি শুক্‌র ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি নিয়ামত আরো বৃদ্ধি করব। কিন্তু প্রকৃত শুক্‌র আদায় করতে ব্যর্থ হলে তার জন্য আমার শাস্তি বড়ই কঠিন রূপে নিপতিত হবে। -সূরা ইব্‌রাহীম, আয়াত ঃ ৭

www.nagorikpathagar.org

করেছেন, অন্যদিকে তাঁর প্রতিটি দায়িত্ব পালনে এবং নিয়ামতের শুক্‌র আদায়ে তিনি ছিলেন সদা তৎপর।

আল্লাহর দরবারে নিজের সন্তানদের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ছিলঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ ط اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ -

প্রশংসা সবই আল্লাহর যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দোয়া শুনেন।

–সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৩৯)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.

হে প্রভু, আমি আমার সন্তানদের তোমারই সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যবিহীন পানিবিহীন বন্ধ্যা উপত্যকায় বসবাস করতে রেখে গেলাম। প্রভু, সেখানে তাঁরা নামাজ কায়েম করবে। তুমি মানবজাতির হৃদয়কে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিও এবং 'তাঁদেরকে ফলমূলের আহার্য সরবরাহ্ করো। নিশ্চয়ই তাঁরা তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী থাকবে। – সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৩৭

সন্তানদের প্রতি জনক-জননীর দায়িত্ব হল তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা করা, যাতে সমাজে সৎ এবং আদর্শ নেতৃত্ব যোগ হয়। সন্তানদের প্রতি মাতাপিতার ভালবাসা অকৃত্রিম। তাদেরকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ আয়োজন হতে হবে সেই আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় সন্তানদের প্রতি এতটুকু অবহেলার অর্থ হচ্ছে ভালবাসার দাবিকে মিথ্যায় পর্যবসিত করা। জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগে আরব ভূমিতে মাতাপিতা ছেলে সন্তানের উন্নয়নে ছিল দায়িত্বহীন। সন্তানের ভরন-পোষণ করতে তারা ছিল ভীত। তারা ছেলেমেয়েকে ভরন-পোষণের ভয়ে মেরে ফেলত। ইসলাম অজ্ঞতার যুগের সন্তানহত্যার নিন্দা করেছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'লা সন্তান হননকে নিষিদ্ধ করেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

আর্থিক অনটনের জন্য তোমরা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না। আমরা রেজেক তোমাদেরকে যেমন দান করি তাদেরকেও অনুরূপভাবে দান করি। – সূরা আনয়াম, আয়াত ঃ ১৫২)

অন্য আয়াতের ভাষা হল ঃ

وَلَاتَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا –

আর্থিক অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের আওলাদকে হত্যা করোনা, আমরা তাদেরকে ও তোমাদেরকে রেজেক দান করি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। – (সূরা বনি–ইসরাইল, আয়াত ঃ ৩১)

এ প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার অবসান হওয়া উচিত। তা হলো অনেকেই মনে করেন আরবভূমিতে জাহিলিয়াতের যুগে শুধু কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হত। ছেলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আরবরা খুশী হত। আসলে এই ধারণা ভুল। কারণ কোরআনে 'আওলাদ' শব্দের উল্লেখ আছে। 'আওলাদ' পুত্র ও কন্যা উভয়কে বোঝায়। এই আয়াতের তাফছির প্রসঙ্গে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাছছির আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হুসেন তাবাতাবায়ী লিখছেন ঃ

প্রাসঙ্গিক আয়াত সম্পর্কে আমাদের এবং সমসাময়িক সবার জানা উচিত যে এ আয়াতে আর্থিক অনটনের ভয়ে 'আওলাদ'কে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। 'আওলাদ' শব্দটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। 'আওলাদ'কে শুধুমাত্র কন্যা সন্তান বলে ধরে নেয়া ঠিক নয়। – (আল–মীজান ফি তাফছিরুল কোরআন, ১৩ খন্ড, পৃঃ ৮৫)

কোরআন পাকে এই হৃদয়হীনতার নিন্দা করা হয়েছে ঃ

قَدْخَسِرَالَّذِيْنَ قَتَلُوٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ

যারা নিজ সন্তানদেরকে অজ্ঞানতা ও বোকামীর জন্য হত্যা করেছে তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। – সূরা আনয়াম, আয়াত ১৪০)

আদম সন্তানকে ইসলাম স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে রেজেক দাতা শুধু আল্লাহ্। ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَامِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّاعَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যার রেজেকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেনি।– সূরা হুদ, আয়াত ঃ ৬)

জাহিলিয়াতের যুগে আরবদের কন্যা সন্তানের প্রতি এক ধরনের লজ্জাস্কর ধারণা ছিল। নৈতিকতাবোধহীন আরবদের এই ঘৃণ্য নিন্দনীয় অপরাধের কথা কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وَاِذَابُشِّرَ اَحَدُ هُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَكَظِيْمٌ –
يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَابُشِّرَبِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ.
اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَاسَآءَ مَايَحْكُمُوْنَ–

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের জন্ম লাভের খবর পৌছানো হত তাদের মুখ কালো হয়ে যেত। তারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠত। সে এটাকে লজ্জাস্কর ও অলক্ষুণে ঘটনা মনে করে সবার থেকে মুখ লুকিয়ে থাকত। সে ভাবত কলঙ্কের ছাপ নিয়ে কন্যাসন্তানকে বাঁচতে দেব অথবা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলব। এটা তাদের অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও অন্যায় আচরণ ছিল। – সূরা নাহল, আয়াত ঃ ৫৮–৫৯)

অন্য আয়াতে এই পাপাচারের নিন্দা ও হুমকি প্রতিধ্বনিত হয়েছে ঃ

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ؟

এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলা নির্যাতীত সন্তানকে প্রশ্ন করা হবে – তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল ? –সূরা তাকবীর, আয়াত ঃ ৮–৯)

মোট কথা, জাহিলিয়াতের যুগের পাপাচার, সন্তানের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহারকে ইসলাম নিন্দনীয় অপকর্ম হিসাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে সন্তানের প্রতি সুবিচার ও সুশিক্ষা প্রদানের জন্য জোর দেয়। ছেলে হোক, মেয়ে হোক সন্তানের প্রতি উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার ইসলাম কখনো অনুমোদন করে

www.nagorikpathagar.org

না। ইসলাম সন্তানের প্রতি সুবিচার করার আহ্‌বান জানিয়ে তাদের সুশিক্ষা ও যথাযথ তাকিদ দিয়ে তখনকার সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। চরম ঘৃণা ও উপেক্ষার বদলে পরম আদর-আপ্যায়ন ও সমাজে সন্তানের উপযুক্ত আসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লালন পালনের দায়িত্বে সাড়া দেয়ার আহবান কী যে যুগান্তকারী চেতনা ও নবজাগরণের মহামন্ত্র ছিল তা সময়ের আপেক্ষিক মানদন্ডে সত্যি বিস্ময়কর ও শিক্ষনীয়। সেই দায়িত্বের আহবান অনেক ক্ষেত্রে আজো অবহেলিত, বিস্মৃত। ছেলে-মেয়েকে আক্ষরিক অর্থে হত্যা করা হচ্ছেনা হয়ত; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা হতে ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা তাদেরকে হত্যা করারই শামিল। সুস্থ চিন্তার উন্মেষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা না করে সন্তানদের প্রকৃতপক্ষে পঙ্গু ও বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে। এটা আওলাদকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার চাইতে কম নয়। সে জন্য মাতাপিতাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তানের হক বা অধিকার কি আজ তা মাতাপিতাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। 'হক' কি- এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ উত্তর হল- মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য যা করা উচিত তাই সন্তানের হক। সেটা মাতাপিতার জন্য ফরজ দায়িত্ব। কারণ আদম সন্তানের জন্য আল্লাহ্ জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। 'সবকিছু' ভোগ করতে হলে সব ব্যাপারেই সন্তানের শিক্ষনীয় আছে।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۔

আল্লাহ তো তিনিই যিনি তোমাদের জন্য জগতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। - সূরা আল বাকারাহ ঃ আয়াত ঃ ২৯ ।)

সূতরাং যাই প্রয়োজনীয়, যাই ভোগ্য এবং যাই পরিত্যজ্য তা মানব সন্তানকে খোদার সৃষ্টি হতে আহরণ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিশু ও জনক খোদার রাজ্যে ভোক্তার ভূমিকায় ব্যাপকতর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্রতী হতে হবে। সমাজের জন্য যা উপকারী তা করণীয় ও দীক্ষনীয়; যা অপকারী তা বর্জনীয় ও নিন্দনীয়।

প্রাচ্যের জ্ঞানীগণ এসব দায়িত্ব ও অধিকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

০ হাক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহর হক- আল্লাহর বন্দেগী ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

০ হাক্কুল ইবাদ বা বান্দাদের পারস্পরিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বের ভিত্তিতে

www.nagorikpathagar.org

মানব সমাজ সম্পর্কযুক্ত।

০ হাক্কুন্নাফছ বা আত্ম সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব

আদম সন্তানকে এই তিন ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইমান ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। মানবজাতিকে খোদা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তার সফলতা এই তিন ধবনের দায়িত্ব পালনের মধ্যে নিহিত।

এই দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) (৩৮–৯৫ হিজরী) তাঁর প্রণীত 'রিসালাতুল হাকুক' সনদ (Charter) মানবজাতির দিশারী হিসাবে সবার পথ প্রদর্শন করবে। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেই শিক্ষা সনদ অনুসরণীয়। ৫০টি দফায় সেই সনদ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এছাড়া ৪র্থ শতাব্দির প্রথিতযশা গবেষক আবু মুহাম্মদ হাসান বিন শু'বাহ হাররানী হালাবীর নজীরবিহীন রচনা 'তুহফুল উকোল' আন আলির রাসূল' ও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে বাবুইয়ার (মৃত ৩৮১ হিজরী) রচনা 'আল–আমালী' ও 'আল খেছাল' এই আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য।

সন্তানের ভরন–পোষণের জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা যথাবিহিত কার্যকর করা মাতাপিতার দায়িত্ব। ইসলামী নিয়মনীতি অনুসারে আওলাদের খাওয়া–দাওয়া, বাসস্থান, পোষাক–পরিচ্ছদ, চিকিৎসা এবং শিক্ষা–দীক্ষার তত্ত্বাবধান প্রতিটি মানুষের জন্য ফরজ।

পিতাকেই সেই ভরন–পোষণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা ইসলামের অনুশাসন। পিতা অক্ষম হলে এবং মার সেই ক্ষমতা থাকলে দায়িত্ব অতঃপর মার। এ প্রসঙ্গে ইসলামের শাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কারভাবে দায়িত্বের পর্যায়ক্রমিক নির্দেশাবলীর বিশদ আলোচনা করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

সন্তানের ভরন–পোষণের ব্যয়ভার যেমনি মাতাপিতা দাদা–দাদীকে বহন করতে হবে তেমনি প্রয়োজনে নানা–নানীকেও তা বহন করতে হবে। আওলাদ চাই ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক। – আল লোমা', পৃঃ ১৯০, শারহুল লোমা', ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৩

শেখ মুহাম্মদ হাসান নজদী তাঁর রচিত গ্রন্থ 'জওয়াহিরুল কালাম'–এ লিখেছেন ঃ

মাতাপিতা ও সন্তানের উপর পারস্পরিক ব্যয়ভার বহন করা ফরজ। এটা

www.nagorikpathagar.org

শাস্ত্রবিদদের ঐক্যমত। নিজের সন্তান বা সন্তানের সন্তানদের বেলায় একই নির্দেশ কার্যকর হবে। ছেলে–মেয়ে নির্বিশেষে তা ওয়াজিব। –জওয়াহিরুল কালাম, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৬৬

'কুরবুল আসাদ' গ্রন্থের রচয়িতা বর্ণনা করেন ঃ আনসারদের এক গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট বেশ কিছু সম্পদ ছিল। তার কয়েকটি শিশু সন্তানও ছিল। মৃত্যুকালে পরকালের পূণ্যের আশায় সে লোকটি তার সাকুল্য সম্পত্তি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিল। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তার শিশু সন্তানগণের জীবিকার জন্য ভিক্ষা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

রাসূলে পাক (সাঃ) এর নিকট এই লোকটির মৃত্যু ও পরবর্তী অবস্থার কথা অবগত করানো হলে তিনি তার গোত্রের লোককে শুধালেন, এই লোকটির মৃত্যু হলে তোমরা তাকে কি করলে ? তারা উত্তর দিল ঃ হুজুরঃ আমরা তাকে দাফন করলাম। তা শুনে রাসূলে আমীন (সাঃ) বললেন ঃ

اَمَا اِنِّي لَوْعَلِمْتُهُ مَاتَرَكْتُكُمْ تَدْفِنُوْنَهُ مَعَ اَهْلِ الْاِسْلَامِ تَرَكَ وُلْدَه يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

আমি যদি আগে জানতাম তাহলে তোমাদেরকে মুসলমানদের কবরে দাফন করতে অনুমতি দিতাম না। এই ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে ছেড়ে গেছে।– কুরবুল আসনাদ, পৃঃ ৩১

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

তরবিয়ত বা দীক্ষা বলতে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তার বা তাদের প্রয়োজন ও যোগ্যতার নিরিখে পর্যায়ক্রমে সুষ্ঠু উপায় অবলম্বনে সফল-সঠিক শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ বোঝায়। তরবিয়ত শব্দটি ব্যাপক। Instruction বা Education তরবিয়তের ইংরেজী ভাষান্তর হতে পারে।

তরবিয়তকে দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক তরবিয়ত লালন পালন সংক্রান্ত এবং মানসিক তরবিয়ত হচ্ছে চারিত্রিক গুণাবলীর সমাহার ঘটানো।

অভিভাবকের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের জাগতিক এবং আত্মিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা করা। প্রত্যেকটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তার সন্তানকে উন্নত দেহ-মনের অধিকারী করে তোলার লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে দেখা যায়। হজরত জাকারিয়া (আঃ) খোদার দরবারে যে দোয়া করেন তার ভাষা ছিল ঃ

فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۔

www.nagorikpathagar.org

হে খোদা, তুমি আমাকে এমন একজন উত্তরাধিকার দান কর যে আমার এবং ইয়াকুব বংশের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং হে প্রভু, সে যেন তোমার সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়। –সূরা মরিয়ম, আয়াত ঃ ৬০৫।

নবীয়ে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ وَيُنَصِّرَانَهُ ·

প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরত বা প্রাকৃতিক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে; অতঃপর তার মাতাপিতাই তাকে ইহুদী এবং নাছারায় পরিণত করে। –সফিনাতুল বিহার, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৮৩।

হুজুরে পাক (সাঃ) হজরতে আলী মুরতাজা (আঃ)কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন ঃ

ياعلى لعن الله والدين حملا والد هما عقوقهما ·

হে আলী! আল্লাহ সেই মাতাপিতার উপর লানত (অভিসম্পাত) করুক যারা তাদের সন্তানকে অবাধ্য ও আল্লাহর নাফরমান করে ছাড়ল। – মছতাদরাকুল ওছায়িল ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৫।

রাসূলে পাকের (সাঃ) আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

رحم الله والدين اعانا ولدهما على برهما ·

আল্লাহ সেই মাতাপিতার উপর রহমত ও আশীর্বাদ করুক যারা তাদের সন্তানকে তাদের অনুগত ও আল্লাহর ফরমাবরদার করে তুলল। – ফুরোয়ে কাফী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৮ মছতাদরাক ২য় খন্ড, পৃ. ২৫।

হজরত আলী মুরতাজা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

مانحل والدولدا نحلا افضل من ادب حسن

কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শেখানোর চাইতে আর কোন মূল্যবান পুরস্কার দিতে পারেনা।

– মুসতাদরাকুল ওছায়িল, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৫

www.nagorikpathagar.org

মওলা আলী (আঃ) আরেক প্রসঙ্গে বলেন ঃ

من كلف بلادب قلت مساويه ومن قل ادبه كثرت مساويه۰

যাকে সঠিক আদব-কায়দা শেখানো হবে তার সমকক্ষ হ্রাস পাবে আর যাকে আদব কম শেখানো হবে তার সমকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। -গুরারুল হেকাম, পৃ. ৪৫।

হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) সন্তানের তরবিয়ত সম্পর্কে নিম্নোক্ত শিক্ষা দেন ঃ

তোমার সন্তানের তোমার উপর হক বা অধিকার হল তুমি তাকে তোমারই প্রতিনিধি মনে করবে এবং সে পৃথিবীর সব কাজে তোমারই সুনাম বা বদনাম যোগ করবে। আদব ও সচ্চরিত্রের জন্য তুমি সন্তানকে যতটুকু করবে তার জন্য তুমিই প্রশংসার্হ হবে। সন্তানকে আল্লাহর দিকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করা তোমারই দায়িত্ব। অতএব, তার প্রতি সঠিক মনযোগ দিতে হবে। সন্তানের প্রতি ভাল ব্যবহার করা ও শেখানো পুরস্কারযোগ্য তার প্রতি নিন্দনীয় ব্যবহার করা বা বেআদবী শেখানো শাস্তিযোগ্য।

- মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ২৩২; -তুহফুল উকোল, পৃ. ১৮৯।

হজরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

বাপ-দাদাদের পক্ষ থেকে সন্তানাদির জন্য সর্বোত্তম উত্তরাধিকার হচ্ছে সুশিক্ষা, সম্পদ নয়; কারণ সম্পদ শেষ হতে পারে কিন্তু সুশিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। -রওজায়ে কাফী, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৫০।

হজরতে জয়নুল আবেদীন (আঃ) এর নিম্নের দোয়া সবার প্রাতঃস্মরণীয় হওয়া উচিতঃ

واعنى على تربيتهم وتأديبهم وبرهم

হে খোদা, আমাকে সন্তানাদির সুষ্ঠু শিক্ষা দানের জন্য সাহায্য কর। তাদের আদব শেখাতে এবং নেককার বানাতে সাহায্য কর।

- দোয়ায়ে লিওলাদিহি, পৃ. ১৪৩।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

উত্তম চরিত্র

সৎ নাগরিক বা আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য শৈশবকালই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভে সাহায্য করার লক্ষ্যে মাতাপিতার কর্তব্য হচ্ছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে সুনাগরিক তথা শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্রের অধিকারী করে তোলা।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সচ্চরিত্রবান করার অর্থ এই নয় যে সামন্তবাদ বা পাশ্চাত্য রীতিনীতির দীক্ষা দান। আসলে সমাজের প্রচলিত সদ্ব্যবহার, আচরণ বিধি সম্পর্কে জ্ঞান দান ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্তান আদর্শ নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে সন্তানকে সমাজের কাছে বরণীয় এবং বংশের গৌরব হিসাবে উপস্থাপিত করাই হচ্ছে মাতাপিতার প্রধান দায়িত্ব। সন্তানকে তার সমসাময়িক রীতি ও সাংস্কৃতিক মানদন্ডে উঁচু পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

www.nagorikpathagar.org

হজরত আমীরুল মু'মীন আলী (আঃ) বলেন ঃ

لا تقسوا اولادكم على ادابكم فانهم مخلوقون لزمن غير زمانكم -

ছেলেমেয়েদেরকে তোমাদের চিরাচরিত নিয়মে আদব-কায়দা শেখাতে জবরদস্তি করবে না। কারণ ওরা হচ্ছে তাদের সময়ের সৃষ্টি - তোমাদের সময় হতে তারা ভিন্ন সমাজভুক্ত জীব। -নাহজুল বালাগা, ২০ খন্ড, পৃ. ২০৭)

হজরত আলী (আঃ) আরো বলেন ঃ

لوكنا لا نرجويمئة ولانخشى نارا ولا توابا ولا عقابا لكان ينبغى لنا ان نطلب مكارم الاخلاق فانهاامما تدل على سبيل النجاح.

আমরা যদি জান্নাত লাভ করতে চাই, দোজখের ভয় করি, পূণ্য এবং পুরস্কারের ধার ধারি তাহলে আমাদেরকে 'মাকারিমাল আখলাক' বা সচ্চরিত্রের গুণাবলী আহরণ করতে হবে। চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারাই আমরা জীবনে কামিয়াব হতে পারি। (মেহতাজরাফুল ওছায়িল, ২য় খন্ড, পৃ. ২৮৩)

ঈমানের চাহিদা হচ্ছে মানব সন্তানকে সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা। মতাদর্শ এবং কর্মের মাধ্যমে মানুষকে মহৎ করে তোলাই দ্বীনের প্রধান দাবী। সেজন্য আখলাকই হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান বিষয়।

কোরআন পাক তাই হজরতে রাসূলে মকবুল (সাঃ) এর আখলাককে অনুসরণীয় বলে উল্লেখ করেছে ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

নিশ্চয়ই তোমার আখলাক অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের। - সূরা কলম, আয়াত ঃ ৪।

হুজুরে পাক (সাঃ) নিজে ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ .

আমাকে 'মাকারিমাল আখলাক' বা সচ্চরিত্রবান হওয়ার গুণাবলীকে পূর্ণতা

www.nagorikpathagar.org

দানের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। –বিহারুল আনওয়ার, ১৬ খন্ড, পৃ. ২১০।

জগদ্বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক সাদী (রহঃ) এই আখলাকের ব্যাপারে লিখেছেন ঃ

'হাজার মোজেজা বা অলৌকিক কাজ হতেও তাঁর নেক আদব এবং খুলকে আজীম উত্তম ছিল।

হজরতে ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) বলেছেন। নবী পাক (সাঃ) তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে এ কথাটি যোগ করতেন ঃ

طوبى لمن طابخلقه وطهرت سجيته وصلحت سريرته

وحسنت علانيته وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل من

ঐ লোকই সৌভাগ্যবান যে তার চরিত্রকে বরেণ্য করতে পেরেছে, অন্তরাত্মা পবিত্র করতে পেরেছে, চরিত্র ও মেজাজ পরিমার্জিত করতে পেরেছে, বাহ্যিক চালচলন সুন্দর করতে পেরেছে, তার সম্পত্তির উদ্বৃত্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পেরেছে, কথাবার্তা বলতে সংযমী হতে পেরেছে এবং নিজের প্রচেষ্টায় মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পেরেছে। – আল–কাফী, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৬।

এই আলোচনা হতে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বরণীয় আখলাক ও ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষাদীক্ষাই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক ও অভিন্ন লক্ষ্য।

এখানে আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ্য, ইসলাম তার নিজস্ব দর্শন ও মতাদর্শের নিরিখে মানব সভ্যতার সার্থক রূপায়নের ফরমূলা প্রদান করেছে। এ্যারিস্টোটোল কিংবা ম্যাথিউ আরনল্ডের দর্শনকে ধার করে আনার প্রয়োজন বা অবকাশ এখানে নেই। ম্যাথিউ আরনল্ডের একটি মাত্র বাক্য হল ঃ ধর্ম হচ্ছে মানুষের মধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক চরিত্র সৃষ্টিকরণ। ইসলাম চরিত্র গঠনের ব্যাপারে কোরআনের নির্দেশনাকে আসল উৎস এবং ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য খোদার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। একই উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস দ্বিতীয় উৎস হিসাবে গণ্য হয়। কোরআন ঘোষণা করে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মধ্যেই তোমাদের অনুকরণীয় উত্তম নমুনা ও

www.nagorikpathagar.org

আদর্শ রয়েছে। –সূরা আহজাব, আয়াত ঃ ২১।

উল্লেখ্য, রাসূলে পাকের প্রদর্শিত পথ ও দৃষ্টান্তকে যাঁরা নিজেদের জীবনে পূঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিফলিত করেছেন এবং পবিত্র কালামে পাকের বক্তব্যের মধ্যে ও তাদের বাস্তব জীবনে কোন পার্থক্য থাকেনি সেসব পবিত্রাত্মাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও অনুসরণ একান্ত কাম্য। এঁরা হচ্ছেন রাসূলে খোদা (সাঃ) এর পূতপবিত্র 'আহলে বায়েত' বা পরিবারভুক্ত মনীষীগণ।[১]

এখানে লক্ষ্যণীয়, মুসলমানের সন্তান জন্ম নেবার পরই ডান কানে আজান এবং বাম কানে 'আকামত' শুনানো হয়। তার আকীকা করা হয়। এসব রীতি–প্রথা যে সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে তাহল মুসলমানের সন্তানকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গড়তে প্রথম উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। মাতাপিতার পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে কোরআন এবং হাদীসের আলোকে সন্তানদের ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা ও পথ প্রদর্শন করা। সন্তানের লালন–পালন, তার চরিত্র গঠন ও ধ্যান–ধারণার বিকাশ ও প্রসার সবই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সন্তানকে প্রস্তুত করার নির্দেশ ইসলাম দিয়ে থাকে। জুলুম, দুঃশাসন এবং শোষণ হতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে মুক্তি দেয়ার প্রধান দায়িত্ব ইসলাম মুসলমানের উপর অর্পণ করেছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের শিক্ষার তুলনা মেলা ভার।

হজরতে আমীরুল মু'মিন আলী (আঃ) সিফফিনের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করার (৩৭ হিজরী/৬৫৭ খৃ.) সময় 'হাজিরিন' নামক স্থানে একটি 'চারিত্রিক নির্দেশনামা' প্রণয়ন করেছিলেন। ২১টি নির্দেশ সম্বলিত সেই নির্দেশনামার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল ঃ

মানবজাতির স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা,

মানুষের নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা,

১. কোরআন মজিদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এর পবিত্র বংশধর বা আহলুল বায়েতকে অনুসরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ বিখ্যাত হাদীস সাকা লাইনে দেওয়া হয়েছে। এই হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য যা সুন্নীদের হাদীস গ্রন্থে ৩৯ বার এবং শিয়া সুত্রে ৮২ বার উল্লেখিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা,

এই জগতের এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে মানুষ জাতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

তাঁর নির্দেশনামার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় বৎস, আমি তোমাকে আল্লাহর ভয় করার জন্য আদেশ করছি, তার নির্দেশাবলী মান্য করতে বলছি, তার জিকর দ্বারা তোমার কলবকে আবাদ করতে বলছি। তার রজ্জু শক্ত করে ধর। তোমার এবং আল্লাহর মধ্যে যে যোগসূত্র তার চাইতে নির্ভরশীল আর কি থাকতে পারে!

সর্বদা আল্লাহর স্মরণের দ্বারা তোমার আত্মাকে জীবন্ত রাখ, পরহেজগারি দ্বারা এটাকে সংযত রাখ, একিন ও বিশ্বাস দ্বারা শক্তিমান কর, হেকমত বা জ্ঞান দিয়ে এটাকে আলোকিত রাখ, মৃত্যুর কথা স্মরণ করে নিজেকে অবনত রাখ, 'ফানা' বা সব কিছু যে ধ্বংস হয়ে যাবে তা ভেবে এটাকে টিকিয়ে রাখ, এটাকে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট দেখাও, প্রকৃতির কাঠিন্যের ভীতি প্রদর্শন কর। যুগে যুগে উথান-পতনের ঘটনাবলী এবং অতীতের ইতিবৃত্ত জানো, তোমাদের আগে এই পৃথিবীতে যাদের আবাদ ছিল তাদের কথা স্মরণ কর, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ি ও পরিত্যক্ত আবাসনিবাস দেখতে ভ্রমণ কর, দেখ, তারা কি কি করেছিল, কোথেকে কোথায় তারা পৌঁছেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় তাদের ভবলীলা সাঙ্গ হল।

তুমি দেখবে তারা বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন হারিয়ে অনন্ত পরকালে পাড়ি জমিয়েছে, তাদের আবাসভূমি নির্জন ও ভূতুড়ে হয়ে পড়ে রয়েছে, তাদের সাথে নিজের অস্তিত্বের কথা তুলনা করে দেখবে তুমিও যেন তাদেরই মত একজন অতি নগণ্য। তা দেখে নিজের আসন্ন ও আসল নিবাসকে গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগাবে। আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার সওদা কিনবেনা। যা জানো না সে সম্পর্কে কথা বলবেনা। যে ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই সে সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকবে। যে পথে চললে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সে পথে চলবেনা। বিপথে চলার চাইতে এবং বিপদ আপদে পতিত হওয়ার চাইতে সংযত থাকা শ্রেয়। ভাল কাজে আদেশ করবে তাতে নিজে ভাল কাজের দিকে আকৃষ্ট থাকবে। মন্দ কাজ হতে হাত এবং মুখকে বিরত রাখবে। যতটুকু সম্ভব নিজেকে মন্দ কাজ হতে দূরে রাখবে এবং খোদার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকবে।

কারো কড়া বা আক্রমণাত্মক কথা মনে স্থান দেবেনা। সত্যের জন্য সব বাধা

www.nagorikpathagar.org

বিপত্তির মুকাবিলা করবে। দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে। নিন্দনীয় জিনিস লাভ করতে ধৈর্য ও সংযম ধারণ করবে। মনে রাখবে ধৈর্য ও সহনশীলতা শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তোমার প্রভুর নিকট সব ব্যাপারেই পানাহ্ ও আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা তিনি তোমাকে যে কোন বিপদ হতে নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম এবং তিনি পরম পরাক্রমশালী।

১. নাহজুল বালাগা, পৃ. ৩৯২

২. তুহফুল উকোল

৩. আল আকদুল ফরীদ।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা ও কর্মকুশলতা

মানবজাতিকে বুদ্ধির সুষম প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞানকে বাদ দিলে মানুষ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এখানে প্রনিধানযোগ্য সত্য হল ঃ ইসলামী আন্দোলনের প্রারম্ভে ওহীর মাধ্যমে ঘোষিত প্রথম কথাটি হল ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝১ خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝২ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ ۝৩ الذى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝৪ عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۝৫

আল্লাহর নামে শুরু করছি– যিনি পরম দাতা ও দয়ালু। হে নবী, তুমি তোমার সেই প্রতিপালকের নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানবজাতিকে রক্তের জমাট টুকরা হতে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পড়– এবং তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি মানবজাতিকে যা তারা জানতনা তা শিখিয়েছেন। – সূরা আল–আলাক।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাফল্য ও আদর্শের নমুনা উপস্থাপিত করে

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতিকে শিখিয়ে গেছেন তাদের জীবনের সার্থকতার আসল ও চিরন্তন সবক। সেজন্য প্রতিটি মানবসন্তানকে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে যে নবী করীম (সাঃ) যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা বংশানুক্রমে সবাইকে সম্পূর্ণরূপে শেখাতে হবে। তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষা যদি সঠিকভাবে ছেলেমেয়েদের শেখানোর প্রক্রিয়া চালু না থাকে তাহলে নবীজীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য হতে তারা বিচ্যুত হবে এবং সেজন্য মাতাপিতাকে দায়ী হতে হবে।

আল্লাহ্‌র নবী ঘোষণা করেন ঃ

ان الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم وخيرالدينا والاخرة مع العلم وشر الدنيا والأخرة مع الجهل

জ্ঞান দ্বারাই আল্লাহ্‌র ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সম্ভব হয়। দুনিয়া ও আখেরাতে যা ভাল তা জ্ঞান দ্বারাই লাভ করা যায়। একইভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে যা কিছু খারাপ তা অজ্ঞতার জন্যই হয়। – মিশকাতুল আনওয়ার, পৃঃ ১৩৬

হযরত আলী মুরতাজা (আঃ) বলেন ঃ

ليت شعرى اى شيئ ادرك من فاته العلم بل اى شئ فات من ادرك العلم ۰

হায়রে! আমি যদি বুঝতাম ইলম বা জ্ঞান হারিয়ে মানুষ কি হারাল এবং ইলম অর্জন করে সে কি লাভ করল!

আমীরুল মু'মিনীন (আঃ) নাহ্‌জুল বালাগায় আরো বলেন ঃ

يامؤمن ان هذ العلم والادب ثمن نفسك فاجتهد فى تعلمه فمايزيد من علمك وادبك ينـد من علمك وادبك يزيد فى ثمنك وقدرك ۰

হে মুমীন! জ্ঞান দ্বারাই তোমার আত্মার প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাও। তোমার আদবকায়দা ও জ্ঞান দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি হবে এবং তা তোমার মূল্য ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করবে – মিশকাতুল আনওয়ার. পৃঃ ১৩৫

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

العلم اصل كل خير والجهل اصل كل شر

জ্ঞান হচ্ছে সব ভাল জিনিসের মূল এবং আর অজ্ঞতা সব খারাপ জিনিসের মূল। – গুরারুল হিকাম পৃ ২৯

ইসলামের চতুর্থ পথিকৃৎ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) ছাত্রদেরকে অধ্যয়নরত দেখলেই বলতেন ঃ

مرحبا بكم انتم وداءع العلم ويوشك اذا انتم صغار قوم ان تكونوا كبار اخرين ٠

তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আজ তোমাদেরকে ছোট দেখালেও কাল তোমরাই অন্যদের কাছে বড় হবে। – বালাগাতে আলী বিন আল হুসেন, পৃ ৯৩

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ

الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء ٠

মানুষ তিন প্রকারের (১) আলেম, (২) অধ্যয়নকারী ও (৩) খড়কুটো। – আল–কাফী, ১ম খন্ড, পৃ ২৬)

তবে বর্ণমালার শিক্ষার্থীকে আলেম বা মুতা'ল্লিম (ছাত্র) বলা যায়না। সত্যিকারের শিক্ষায় যারা শিক্ষিত ও অধ্যয়নকারী তারাই জ্ঞানী ও শিক্ষার্থী। আহার্য, পরিধেয় এবং বাসস্থান যোগাড় করার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। যে জ্ঞান মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হাসেল করত: চিন্তা ও চরিত্রে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগায় এবং তার জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটায় তাকেই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বলে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানুষকে মার্জিত ও সংস্কৃতিবান করে তুলতে সাহায্য করে যখন মানুষ তার প্রত্যেকটি কাজকে পরিণামের কথা চিন্তা করে সম্পন্ন করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে সনদ পেলেই শিক্ষিত বলে দাবী করা যায়না। খাওয়া পরা ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়না। সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য নীতি ও মতাদর্শের ভিত্তিতে খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সঠিক অনুশীলন করাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা ও কৃষ্টির পরিচায়ক।

www.nagorikpathagar.org

নতুন প্রজন্মের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের দীক্ষা ও চর্চার উত্তরণ ঘটাতে হলে কয়েকটি ব্যাপার সতর্কতার সাথে প্রনিধানযোগ্য।

ছোটদের পড়ালেখায় উৎসাহ দান করতে হবে যাতে তারা ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে শিক্ষা ও দক্ষতা লাভ করতে উদ্যোগী হয়। এই শিক্ষা-দীক্ষা ইসলামী দর্শনের ভিত্তিতে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে অত্যন্ত জরুরী তা উপলব্ধি করার প্রাথমিক দায়িত্ব মাতাপিতার। হযরত আলী (আঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

من اشتغل بالفضول فاته من مهمه المامول ٠

যে অহেতুক কাজে ব্যস্ত থাকে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয়না। (গুরারুল হেকাম পৃঃ ৬৬০)

তিনি আরো বলেন ঃ

اولى الاشياء ان يتعلمها الاحداث الاشياء التى اذا صاروا رجالا احتاجوا اليها-

উত্তম শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে ঐসবই তাৎপর্যপূর্ণ যা রপ্ত করলে অল্পবয়সীরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তা কাজে লাগাতে পারে। শরহে আবিল হাদিদ, ২য় খন্ড পৃঃ ৮১৭

তিনি আরো বলেছেন ঃ

شرالعلم ما افسدت به رشادك

যে জ্ঞান আহরণ করলে তুমি জীবনের সোজা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পার তা অত্যন্ত ক্ষতিকর জ্ঞান। - গুরারুল হেকাম, পৃঃ ৪৪৪।

হযরত আলীর (আঃ) বিশ্বস্ত শাগরেদ কুমাইল বিন জিয়াদ নখয়ী বলেন ঃ

مامن حركة الاوانت محتاج فيها الى معرفة٠

জগতে এমন কোন কাজ নেই যা করার জন্য সে বিষয়ে তোমার জানার প্রয়োজন হবে না। -তুইফুল উকোল, পৃঃ ১১৯।

নবী পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

জ্ঞান আহরণ করার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও।

www.nagorikpathagar.org

গ্রহ নক্ষত্রেও জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে যেতে মানা নেই। তবে সব ব্যাপারেই স্মরণ রাখতে হবে, সত্যিকারের মুসলমান সেই ব্যক্তি যে জ্ঞান হাসেল করার জন্য আল্লাহ্‌কে চেনার উদ্দেশ্যকে মুখ্য মনে করবে। মোট কথা, বিদ্যাশিক্ষা মূলত আল্লাহ্‌র বান্দা সৃষ্টির একটি মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়।

হযরত আলী করমুল্লাহু (আঃ) বলেন ঃ

و حق الولد على الوالدان يحسن اسمه ويحسن ادبه، ويعلمه القران -

একটি ছেলের তার মাতাপিতার কাছে প্রাপ্য হক বা অধিকার হল তারা তার সুন্দর নামকরণ করবে, তাকে আদব ও ভদ্রতা শেখাবে এবং তাকে কোরআন শেখাবে। - নাহজুল বালাগা, পৃঃ ৫৪৬)

ডক্টর ডুডসন 'How to father' পুস্তকে লিখেছেন ঃ চার হতে আট বছরের শিশুর মধ্যে ৫০ ভাগ মেধার বিকাশ ঘটে এবং আট হতে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ৩০ ভাগ কিশোরের বোধশক্তি ও নৈপুন্য প্রকাশ পায়। এই বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ যত্নও গুরুত্বের সাথে দিতে হয়। নামাজ শিক্ষার জন্য এ সময়টাই উপযুক্ত। এ বয়সে যা শেখানো হবে তা স্মরণীয় থাকবে।

হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

فمروا صبيانكم بالصلوة اذا كانوا بنى سبع سنين.

তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাজ আদায় করতে আদেশ কর। (ওছায়িলুশ-শিয়া, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২, বিহারুল আনওয়ার, ১০১, খন্ড, পৃ. ৯৮০)

সন্তানদেরকে লালন পালন করার জন্য বিশেষ নিয়ম-নীতি মাতাপিতাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে অনেক ব্যাপারই অধ্যয়ন করার প্রয়োজন।

মুহাদ্দিস ও ফেকাহ শাস্ত্রবিদ শেখ মুহাম্মদ বিন আল হাসান আল হুররুল আমিনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আহকামুল আওলাদ' এ ছোটদের ধর্মীয় তালিম ও তরবিয়ত শীর্ষক আলোচনায় মাতাপিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। যে ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্যের সাথে উল্লেখ করেছেন তা হল

www.nagorikpathagar.org

ছেলেমেয়েদের প্রতি আদর ও প্রীতিকর ব্যবহারের মাধ্যমে তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা করতে হবে। তাদের প্রতি কখনো কড়াকড়ি, ধমক বা শারীরিক শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। রাগ করা ঠিক নয়। কারণ এর প্রতিক্রিয়া বিরূপ হয়ে থাকে। সুশিক্ষার উদ্দেশ্যই তাতে নস্যাৎ হয়ে যায়। হুজুরে পাক (সাঃ) সন্তানদের সুষ্ঠু লালন পালন ও সংস্কৃতিবান করার লক্ষ্য হাসেল করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নীতিমালা উল্লেখ করেছেন। এসব নীতির অন্যতম হলঃ

ولا يرهقه ولايخرق به.

সন্তানকে তরবিয়ত প্রদানের প্রশ্নে কখনো অধিক চাপ সৃষ্টি করবেনা যা সে সহ্য করতে পারবেনা। বল প্রয়োগ, জোর জবরদস্তি বা মানসিক চাপ কখনো প্রত্যাশিত নয়। (ওছায়িলুশ শিয়া, ১৫ খন্ড, পৃ. ১৯৯)

হযরত আলী (আঃ) তাঁর সুযোগ্য ছেলে ইমাম হাসান (আঃ) কে চরিত্র দর্শন সম্বলিত যে অছিয়তনামা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার একটি অংশ হল ঃ

الافراط فى الملامه يشب نيران اللجاّج

হুমকি ধমকি ও অত্যধিক তিরস্কার শিশুমনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। (তুহফুল উকোল, পৃ. ৮৪)

এক ব্যক্তি হযরত ইমাম মুসা কাজিম (আঃ) এর খেদমতে তার অবাধ্য ছেলেকে নিয়ে হাজির হয়ে বলল ঃ হুজুর এই ছেলেটি অত্যন্ত বেআদব ও অবাধ্য এই ছেলেটিকে শিষ্টাচার শেখানোর কি উপায় অবলম্বন করব। হযরত ইমাম (আঃ) তাকে নিম্নোক্ত নছীহত করলেন ঃ

لا تضربه واهجره ولاتطل.

ওকে মারধর করবেনা। ওর সাথে সম্পর্ক ছেদ কর। তবে অসন্তুষ্টি ও বয়কট যেন দীর্ঘায়িত না হয়। (বিহারুল আনওয়ার ২২ খন্ড, পৃ. ১১২)

ছোটরা সর্বদাই অনুকরণপ্রিয়। তারা মাতাপিতাকে যা করতে দেখে তাই স্বভাবত নিজে করার চেষ্টা করে। অন্যকথায়, মাতাপিতার দৈনন্দিন কাজের দর্পন তাদের ছেলেমেয়ে। সেজন্য মাতাপিতাকে তাদের প্রত্যেকটি কাজ ও ব্যবহার সতর্কতার সাথে করতে হবে। এমন আদর্শের নমুনা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে ছেলেমেয়েরা তাদের নমুনা ও আদর্শের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে

www.nagorikpathagar.org

মাতাপিতাকে নন্দিত করে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

يحفظ الاطفال بصلاح ابائهم.

মাতাপিতার সৎ ও ন্যায়সঙ্গত কাজই সন্তানকে খারাপ কাজ হতে রক্ষা করে। (বিহারুল আনওয়ার, ১৫ খন্ড, পৃ. ১৭৮)

ইসহাক বিন আম্মার হযরত সাদেক (আঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ

ان الله ليفلح بفلاح الرجل المؤمن ولده و ولدولده.

মুমিন লোকের জীবনের সাফল্য আল্লাহ্ পাক তার সন্তানদের মাধ্যমে নন্দিত করেন এবং বংশপরম্পরায় সন্তানদেরকে স্বচ্ছলতা ও সৌভাগ্য দান করেন। – (বিহারুল আনওয়ার পৃ. ১৭৮)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

হে প্রভু, আমাকে পূন্যবান সুসন্তান দান করুন। –সূরা সাফফাতঃ আয়াত ১০০

সূরা আম্বিয়ায় এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ ط وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ٥

এবং আমরা তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাকের মত পুত্র ও ইয়াকুবের মত পৌত্র দান করেছিলাম, এঁদের সবাইকে আমরা নেক ও সৎসন্তান দান করেছিলাম। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৭২)

হযরত জাফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ

مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحِ.

নেক এবং সৎ সন্তান পিতার সৌভাগ্যের নিদর্শন। – ওছায়িলুশ্ শিয়া, ১৫ খন্ড, পৃঃ ৯৭

ছেলে সন্তানদের মিথ্যাচার, অসদাচরণ হতে রক্ষা করতে হলে মাতাপিতাকে অবশ্যই নিন্দনীয় কাজ, মিথ্যা ও অনাচার হতে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فان فيه التهلكة

মিথ্যা হতে দূরে থাক যদিও মিথ্যার মধ্যে আপাত মুক্তি দেখতে পাও। কারণ আসলে তাতে মুক্তি নেই ধ্বংস আছে। –মুছতাদরাকুল ওছায়িল, ২য় খন্ড পৃঃ ১০০।

হুজুরে পাক (সাঃ) আরো ঘোষণা করেন ঃ

اقل الناس مروئة من كان كاذبا ۰

মিথ্যা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, কারণ মিথ্যা চেহারাকে কালিমাযুক্ত করে। – মছতাদরাকুল ওছায়িল, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০০।

নবী করীম (সাঃ) অন্যত্র বলেন ঃ

اياك والكذب فانه يسودا لوجه

জঘন্যতম পুরুষ সেই যে মিথ্যুক। (মছতাদরাকুল ওছায়িল পৃঃ ১০০)

হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ

دع الكذب تكرماان لم تدعه تأثماً ۰

পাপ হিসাবে গণ্য না করলেও আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মিথ্যাকে পরিহার কর। –নাহজুল বালাগা, ২য় খন্ড পৃঃ ২৭১।

হযরত ইমাম বাকের (আঃ) বলেন ঃ

كان على ابن الحسين يقول لولده اتقر الكذب الصغير منه والكبير فى كل جدو هزل فان الرجل اذا كذاب فى الصغير اجتراء على الكبير ۰

হযরত আলী বিন হোসেন (আঃ) তার পুত্রকে বলতেন ঃ ছোট হোক, বড় হোক কিংবা ঠাট্টা–মস্কারার জন্য হোক কখনো মিথ্যা বলবেনা। কারণ, ছোট মিথ্যা হতে বড় মিথ্যার জন্ম। –(তুহফুল উকোল, পৃঃ ২০১, ওছায়িলুশ শিয়া পৃঃ ২৩২)

হযরত ইমাম মূসা কাজিম (আঃ) তাঁর শাগরেদ হিশাম বিন আলহেকামকে হেদায়ত করেছিলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

ياهشام : ان العاقل لايكذب وان كان فيه هواه

হে হিশাম, বুদ্ধিমান কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয়না যদিও সেদিকে তার মন টানে।–তুহফুল উকোল পৃঃ ২৮৮

সন্তান–সন্তুতিকে উপযুক্ত তরবিয়তের অন্যতম দিক হল তাদেরকে প্রতিশ্রুতি পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

আল্লাহ তা'লা হুকুম করেন ঃ

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً•

অঙ্গীকার রক্ষা কর। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে। –সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৪

হযরত ইমাম মূসা কাজিম (আঃ) রাসূলে পাকের (সাঃ) বাণীর উল্লেখ করেছেন ঃ

لا دين لمن لاعهدله –

যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনা তার দ্বীন নেই। – বিহারুল আনওয়ার পৃঃ ১৪৪।

ওয়াদা বা অঙ্গীকার বলতে রাজনৈতিক, শাসন, ব্যবসায়িক এবং সমাজের অন্যান্য গুরুত্ববহ ব্যাপারেই শুধু নয় নেহাত ঘরোয়া ব্যাপারে ও ছোট বড় অঙ্গীকার পূর্ণ করাও অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ছোটদেরকে শৈশব হতেই ওয়াদা পালনের ব্যাপারে সতর্কিকরণ ও ওয়াকিবহাল করে তুলতে হবে। অল্প বয়সে সন্তান অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হলে বুঝতে হবে বড় হলে সে সামাজিক বা অন্যান্য সব ব্যাপারে ওয়াদা ভঙ্গ করবে।

হযরত আবু আবদুল্লাহ (আঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ابى عبد الله عليه السلام قال :قال رسول الله صلى الله عليه واله احب الصبيان وارحوء هم اذا وعد تحوهم فغوالهم فانهم لايبدون الا انكم ترزقونهم •

আবু আবদুল্লাহ (আঃ) বলেন, রাসূল খোদা (সাঃ) বলেছেন; ছোট বালক বালিকাকে ভালবাসো এবং তাদের সাথে সানুগ্রহ ব্যবহার কর; তাদের সাথে যা ওয়াদা করবে তা পূর্ণ করবে, কারণ তারা ভাবে তোমরাই তাদের অনুদাতা।

www.nagorikpathagar.org

–বিহারুল আনওয়ার, ১০১ খন্ড, পৃঃ ৯২

হযরত আলী (আঃ) রাসূলে পাকের (সাঃ) আরেক বানী উল্লেখ করেছেন ঃ

عن علی بن ابی طالب علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ، اذاو عداحدکم صبیه فلینجزه ٠

হযরত আলী বিন আবি তালিব (আঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন তোমাদের কেউ যখন তার ছেলের সাথে ওয়াদা করে তা যেন সে অবশ্যই বাস্তবায়িত করে। –মছতাদরাকুল ওছায়িল, ২য় খন্ড, ৬২৬।)

রাসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

لا یصلح الکذب جدولا هزل ولا ان یعد احدکم صبیه ثم لا یفی له

কাজের কথা হোক কিংবা হাসি–ঠাট্টার কথা হোক তোমাদের কেউ যেন নিজের ছেলের সাথে এমন কোন ওয়াদা না করে যা পরে পালন করে না। –ওছায়িলুশ শিয়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২২২

হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ

لاتعدماتعجز عن الوفاء، ولا تضمن مالا تقدر علیٰ الوفاءبه٠

এমন ওয়াদা করবেনা যা পূর্ণ করতে সক্ষম নও। যেমন জামানত বা দায়িত্ব গ্রহণ করবেনা যা পালন করার শক্তি নেই। –গুরারুল হেকাম, পৃঃ ৮০১।

মওলা আলী (আঃ) আরো বলেন ঃ

وفاء بالذمم زینة الکرم –

যে পরিবেশে ভালমন্দ বা বিরূপ সমালোচনা করা হচ্ছে সে পরিবেশে ওয়াদা পূর্ণ করা সম্মান ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। – গুরারুল হেকাম, পৃঃ ৭৮০

www.nagorikpathagar.org

পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ

ছেলেমেয়েদেরকে সুসভ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার দায়িত্ব মাতাপিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ জন্য প্রথমেই চাই ঘরোয়া পরিবেশকে অত্যন্ত সুন্দর ও আদর্শ করে গড়ে তোলা।

রাসূলে আমীন (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَكْرِمُوا اَوْلاَ دَكُمْ واحسنوا ادابهم يغفر الله لكم۔

তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সম্মান কর এবং তাদের আচরণ ও আদব কায়দা সুন্দর করে তোল। সে জন্য আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেবেন। –ওছায়িলুশ শিয়া, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৯৫।

হুজুরে পাক (সাঃ) আরো বলেন ঃ

لاتحقرن احدامن المسلمين فان صغيرهم عند الله كبير۔

কোন মুসলমানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবেনা। কারণ, মুসলমান ছোট হলেও আল্লাহর নিকট সে বড়। (মাজমুয়ায়ে ওররাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১)

www.nagorikpathagar.org

অন্য এক হাদীসে হুজুর পাক (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اوصيكم بالشبان خيرا ۔

ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যুবকদের সাথে ভাল আচরণের আদেশ করছি। –কিতাবে কুরেশ পৃ. ১।

সন্তানদের নামকরণ তার জীবন ও মন–মানসিকতা গঠনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। সুন্দর নাম মানুষের মর্যাদা ও ভূষণস্বরূপ। নামকরণ স্রষ্টার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া চাই।

এ প্রসঙ্গে সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) ঘোষণা করেন ঃ

إن اول ماينحل احدكم ولده الاسم الحسن ۔

তোমাদের বাচ্চার জন্য প্রথম পুরস্কার হল তার সুন্দর নামকরণ। – বিহারুল আনওয়ার, ১০১ খন্ড, পৃ. ১৩০।

রাসূলে মকবুল (সাঃ) হজরতে আলী (আঃ)কে যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দীক্ষা দিয়েছিলেন তার অন্যতম ছিল ঃ

ياعلى حق الولد على والده ان يحسن إسمه وادبه۔

হে আলী! পিতার উপর সন্তানের অধিকার হল তিনি তার একটি সুন্দর নামকরণ করবেন এবং তাকে আদব ও কৃষ্টিসম্পন্ন করে গড়ে তুলবেন। – ওছায়িলুশ শিয়া, ১০১ খন্ড, পৃ. ১২৩।

হজরত মূসা কাজিম (আঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলে পাকের (সাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে বললেন হে রাসূলে খোদা (সাঃ) আমার ছেলের আমার উপর কি হক বা অধিকার বলে দিন।

রাসূলে খোদা (সাঃ) উত্তর দিলেন ঃ

تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا ۔

তুমি তার একটি সুন্দর নামকরণ কর, তাকে আদব ও উত্তম চালচলন শেখাও এবং তাকে ভাল ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে স্থান দাও। – ওছায়িলুশ শিয়া, ১৫ খন্ড, পৃ. ১৮৮।

হজরত মূসা কাজিম (আঃ) বলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

اول مايبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن ، فليحسن احدكم اسم ولده.

সন্তানের প্রতি ব্যক্তির প্রথম নেক কাজ হল তার একটি সুন্দর নামকরণ। অতএব তোমরা তোমাদের শিশুদের যথাসম্ভব সুন্দর নামকরণ কর। –তাহজিবুল আহকাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮।

নাম মানুষের ব্যক্তি জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর ভাল এবং মন্দ নামের ছাপ অবশ্যই পড়ে। সেজন্য নাম মানুষের জীবনের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি ব্যাপার বলে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের অভিমত। নাম হতে হবে ডাকতে, লিখতে, শুনতে সহজ এবং অর্থপূর্ণ। নাম আসলে মানুষের প্রথম পরিচয়। নাম বরকত, খোদার প্রতি আনুগত্য, বিশ্বাস এবং তার সম্ভ্রম ও গুণাবলীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে।

হজরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (আঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اصدق الاسماء ماسمى بالعبودية وافضلها اسماء الانبياء

"ان النبى صلى الله عليه واله قال : من ولد له اربعة اولاد لم يسم احدهم باسمى فقد جفانى.

সব চাইতে সত্যনাম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি যা দাসত্ব প্রকাশ করে। সর্বোত্তম নাম হচ্ছে নবীদের নাম। নবীয়ে আমীন বলেন, যে ব্যক্তির চারটি সন্তান হল এবং আমার নামে কারো নাম রাখলনা সে আমার উপর জুলুম করল। –বিহারুল আনওয়ার, ১০১ খন্ড, পৃ. ১৩০।

হজরত ইমাম জা'ফরকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করা হল ঃ

قيل لابى عبدالله : انا نسمى باسما ئكم واسماء ابائكم فينفعنا ذلك؟فقال : اى والله.

আমরা আপনাদের এবং আপনাদের বাপদাদাদের নামানুসারে নামকরণ করে থাকি। তা কি আমাদের জন্য ভাল? উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ নিশ্চয়। –বিহারুল আনওয়ার, পৃ. ১৩০।

www.nagorikpathagar.org

হজরত মূসা কাজিম (আঃ) বলেন ঃ

لايدخل النقربيتا فيه اسم محمدو احمدو على والحسن والحسين وجعفراو طالب اوعبد الله او فاطمة من النساء عليهم السلام.

যে ঘরে মুহাম্মদ, আহমাদ, আলী, হাসান, হুসাইন, জা'ফর, তালিব ও আবদুল্লাহ অথবা ফাতেমা নাম থাকবে সে ঘরে দারিদ্র প্রবেশ করবেনা। – তাহজিবুল আহকাম, ৭ম খন্ড, পৃ. ৪৩৮।

নিরর্থক অথবা বিকৃত অর্থের নাম পরিবর্তন করার নির্দেশ ইসলাম দেয়। নামে মানুষের আদব চরিত্র পরিবর্তিত হয়।

হজরত ইমাম জা'ফর সাদেক (আঃ) তাঁর আব্বাজানের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন ঃ

ان رسول الله كان يغير الاسماء القبيحة في الرجال والبلدان.

রাসূলে খোদা (সাঃ) খারাপ অর্থবোধক মানুষ ও শহরের নাম পরিবর্তন করতেন। – বিহারুল আনওয়ার, পৃ. ১২৭।

হাদীস এবং ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যায়, বনু মুসলিমের প্রতিনিধি রাশিদ বিন আবদে রবের নাম ছিল 'জালিম' এবং তার কুনিয়ত ছিল 'গাওয়া বা পথভ্রষ্ট'। ইসলাম গ্রহণের পর নবী পাক (সাঃ) তার নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তখন হতে তার নামকরণ হয় রাশিদ। –মাকাতিবুর রাসূল, পৃ. ৪৪৮।

'আসাদুল গাবা' গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে আছির বর্ণনা করেন ঃ আবু রাশেদ আবদুর রহমান নামক জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির নামও এভাবে পরিবর্তিত হয়। তিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। নবম হিজরী সালে তিনি রাসূলে পাকের (সাঃ) সাথে সাক্ষাত করলে নবীয়ে আমীন (সাঃ) তার নাম আবদুল উজ্জা হতে পরিবর্তন করে আবু রাশিদ আবদুর রহমান রাখলেন। – মাকাতিবুর রাসূল, পৃ. ৩৭২)

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ এবং আবু দাউদ নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেনঃ

www.nagorikpathagar.org

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, হজরত উমরের (রাঃ) একটি মেয়ের নাম ছিল 'আছিয়া' (নাফরমান)। হজরতে রাসূলে মকবুল (সাঃ) তাঁর নাম পরিবর্তন করে 'জামিলা' নামকরণ করলেন। (সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ)

অন্য যে বিষয়ে ইসলাম মাতাপিতাকে সতর্ক করে দিয়েছে তা হল ছেলে সন্তানের সামনে পিতা যেন মাকে গালমন্দ বা কটুক্তি না করে। তাতে ছেলে সন্তানের মন মানসিকতা ও চরিত্রের উপর মারাত্মক ছাপ পড়ে যা পরবর্তী জীবনে অশুভ ও ক্ষতিকর হতে বাধ্য। ইসলাম পরিবারকে সমাজের একটি নমুনা হিসাবে গণ্য করে। এই গন্ডিতে পরিবারের সবাইকে নিজ নিজ হক বা অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে দায়িত্বশীল ও সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঘর শান্তির নীড় হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, পরিবারে মার উপযুক্ত মর্যাদা ও আসন নিশ্চিতকরণ। ছেলেমেয়েদেরকে মার প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল হতে দীক্ষা দেয়া পিতার অন্যতম কর্তব্য।

রাসূলে পাক (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

সন্তানের প্রতি বাপের কর্তব্য. হল সে ছেলে হলে মায়ের প্রতি তাকে শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাবে এবং মেয়ে হলেও তাকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাবে। – ওছায়িলুশ শিয়া, ৭ম খন্ড, পৃ. ১৯৯।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আদর ও সোহাগ

বসন্ত ঋতু যেমন বাগানে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে তেমনি আদর-যত্ন শিশুদের প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করে। সুপরিমিত আদর যত্ন না পেলে বাচ্চাদের সুপ্ত গুণাবলী বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, যাদের উপর ছোট মণিদের লালন পালনের দায়িত্ব বর্তাবে তারা যেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিটি ব্যাপারে কোন প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় না নেন। যা স্বাভাবিক, যা সত্য তা যেন খোলা মনে তাদের সামনে উপস্থাপন করেন।

সাদেকে আলে মুহাম্মদ (আঃ) তাঁর প্রপিতা রাসূলে পাক (সাঃ) এর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

من قبل ولده كتب الله له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة.

যে ব্যক্তি তার সন্তানকে চুমু দেবে আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি চুমুর বদলে নেকী বা পূণ্য লিখে রাখবেন। যে ব্যক্তি সন্তানকে আনন্দ দান করবে তাকে খোদা

www.nagorikpathagar.org

কিয়ামতের দিন আনন্দ দান করবে। – ওছায়িলুশ শিয়া, পৃ. ১৯৪।

রাসূলে খোদা (সাঃ) অন্যত্র তাগিদ দিয়েছেন ঃ

اكثروا من قبلة اولادكم فان لكم بكل قبلة درجة فى الجنة.

তোমরা তোমাদের সন্তানদের বার বার চুমু দিও, প্রত্যেক চুমুর বদলে বেহেস্তে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হবে।

– রাওজাতুল ওয়ায়িজীন, পৃ. ৩০৮।

ছোটমণিদের প্রতিটি ভাল কাজে উৎসাহিত ও পথপ্রদর্শন করতে হবে। হাসিমুখে তাদেরকে কাজের ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক ও উদ্দীপিত করতে হবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) বলেন আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার মেয়েকে আনন্দ দান করবে সে যেন ইসমাইল বংশের কোন সন্তানকে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্তি দান করল। যে ব্যক্তি তার ছেলের চোখ ঠান্ডা করল সে যেন খোদার ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করল। – মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ১১৪।

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বোখারী উল্লেখ করেছেন ঃ

হাজ্জাজ বিন মিনহাল, শু'বাহ এবং আদী হাদীস বর্ণনা করে বলেন, হজরত আল বারাকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, নবীয়ে পাক (সাঃ) হজরত হাসানকে কাঁধের উপর তুলে রাখতে দেখেছি এবং বলেছেন, হে খোদা! আমি ওকে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস।' – সহীহ বুখারী।

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত আছে তিনি বলছেন, আকরা' বিন হারিছ নবীয়ে করীম (সাঃ) কে হাসানকে চুমু খেতে দেখেছেন। ইবনে আবি উমর বলেছেন, তিনি নবী (সাঃ) কে হাসান এবং হুসাইন উভয়কে চুমু খেতে দেখেছেন। আকরা' বিন হারিছ বললেন, আমার ১০টি সন্তান আছে কিন্তু আমি কাউকে চুমু খাইনি। রাসূলে আমীন (সাঃ) বললেন, যে আদর-সোহাগ করেনা তাকেও আদর-সোহাগ করা হবেনা।

– জামে' তিরমিজী, ১ম খন্ড. পৃ. ৬৯০।

– ওছায়িলুশ শিয়া, ৫ম খন্ড, পৃ. ২০৩।

হজরত সাদেকে আলে মুহাম্মদ (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.nagorikpathagar.org

جاء رجل النبی صلی الله علیه واله فقال : ماقبلت صبالی قط ، فلما ولی قال رسول الله صلی الله علیه واله هذا رجل عندی من اهل النار

এক ব্যক্তি নবী পাক (সাঃ) এর দরবারে এসে বলল, আমি কখনো আমার কোন সন্তানকে চুমু খাইনি। সে যখন ফিরে যাচ্ছিল রাসূলে পাক (সাঃ) বললেন, এই লোকটি আমার মতে দোজখবাসীদের একজন। – ওছায়িলুশ শিয়া, ১৫ খন্ড, পৃ. ৩০২।

আরেকটি ব্যাপার স্মরণ রাখা দরকার, ছেলেমেয়েদের প্রতি আদর-যত্ন যাতে সুষম হয় তার প্রতি মাতাপিতার অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছেলেমেয়েদের প্রতি সমান আদর-যত্ন প্রদর্শন না করলে তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়ার কুফল সন্তানের মন এবং চরিত্রকে দুষিত করে ফেলে। বয়স বৃদ্ধি পেলে এই বৈষম্য ছেলেমেয়েদের জীবনে অশান্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

نظر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم الی رجل له ابنان فقبل احدهما وترك الأخر ، فقال النبی فهلا واسیت بینهما.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে তার দুটি ছেলের একটিকে চুমু খেল এবং অন্যটিকে চুমু খেলনা। তখন নবী (সাঃ) বললেন, তুমি ইনসাফ করনি কেন? – ওছায়িলুশ শিয়া, ১৫ খন্ড, পৃ. ২০৪।

তবে সব ব্যাপারেই মাত্রাতিরিক্ত আদর ও সোহাগ করতে ইসলাম বারণ করেছে। আদরের আতিশয্য, অপরিমিত সোহাগ, প্রশ্রয় কিংবা বৈষম্য বাচ্চাদেরকে পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক আচরণ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।।

হজরত ইমাম বাকের (আঃ) বলেন ঃ

شرالاباء من دعاه البرالی الافراط.

জঘন্য মাতাপিতা অরাই যারা বাচ্চাদেরকে অত্যধিক আদর ও প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নষ্ট করে দেয়। – তারিখে ইয়াকুবী, পৃ. ৫৩।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

শ্রমের মর্যাদা

খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের সংস্থান মানুষের ভাগ্যের ব্যাপার। সংসার জীবনে এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারগুলো নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। প্রতিটি ব্যক্তির সামনে এই সম্প্রসারিত বৃত্তের প্রেক্ষিতে দায়িত্ব মৌলিক ও বর্ধিত চাহিদাকে সুবিন্যস্ত করার কাজটি ফরজ রূপে উপস্থাপিত হয়। জীবনের সুদীর্ঘ পরিসরে যে যে জিনিসের প্রয়োজন হয় তা অর্জন করতে মানুষকে কায়মনে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়। সংসার জীবনে প্রতিটি ব্যক্তির এটাই প্রধান সমস্যা এবং এ সমস্যার সমাধানই মানুষের প্রকৃত কাজের কাজ। এ প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষা হল প্রতিটি দায়িত্ববান মানুষকে তার অর্থনৈতিক সমস্যার সফল সমাধান নির্দেশ করতে শ্রম দান ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিশ্ব প্রতিপালক এরশাদ করেন ঃ মানুষ ওটাই উপার্জন করতে সক্ষম হবে যার জন্য সে চেষ্টা করবে।

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝

– সূরায়ে নজ্‌ম, আয়াত ঃ ৩৯।

সূরা নহলে বলা হয়েছে ঃ

www.nagorikpathagar.org

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের যারাই সৎ কাজ করবে তাদেরকে আমরা সুষ্ঠু ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ দান করব। আখেরাতেও তাদেরকে সৎ কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার দান করব।

– সূরায়ে নহল, আয়াত ঃ ৯৭।

কেউ কেউ হয়ত 'আমলে ছালেহ' বা সৎ কাজের বিশেষ ধারণা পোষণ করে থাকেন। কিন্তু আমরা যখন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের জীবনালোচনা করি তখন দেখতে পাই হজরত আদম (আঃ) চাষাবাদের কাজে ব্যাপৃত, হজরত নূহ (আঃ) নৌকা তৈরীতে কর্মরত, হজরত দাউদকে (আঃ) দুহাতে কাজ করে লোহা গলাচ্ছেন। হজরত ইউসূফ (আঃ) কে দেখি মিশরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রশাসন পরিচালনা করেছেন। হজরত ইদ্রিস (আঃ) পরিধেয় কাপড় তৈরীর কাজে ব্যস্ত। হজরত সুলায়মান (আঃ) আকাশ পর্যন্ত দৃশ্যমান ও গোপনীয় সব ধরনের সৃষ্টির উপর নিজ কর্তৃত্ব বিস্তার করেছেন। হজরত জাকারিয়া (আঃ) ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখি নিজের প্রসার লাভ করতে সফলকাম।

হজরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর যোগ্য পুত্র ইসমাইল (আঃ) মক্কার পবিত্র অঙ্গনে স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন রাখতে গিয়ে তাঁদের প্রয়াস বিশ্বের কিবলায় পরিণত হল।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পয়গাম্বর হজরত মূসা (আঃ) কে পানি সেচ ও গবাদি পশু পালনের কাজে সাফল্য অর্জন করতে দেখা যায়। হজরত ঈসা (আঃ) চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। শেষ ও বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) বাণিজ্য ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করলেন।

তাঁরই চিন্তা ও কর্মের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী পথপ্রদর্শকদের মধ্যে হজরত আলী বিন আবি তালিবকে (আঃ) হজরত ইমাম হাসানকে (আঃ) এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় পবিত্র নবী বংশের জ্যোতি হজরত ইমাম জাফরকে (আঃ) কৃষি, পুষ্প চাষে লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

খোদার মনোনীত এসব পবিত্র মনীষীদের কর্মব্যস্ততাকেই 'আমলে ছালেহ' বলে গণ্য করতে হবে। মেহনত মজদুরির এই সুদীর্ঘ যুগকে ইবাদতের স্বর্ণযুগ

www.nagorikpathagar.org

বলতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা হিসাবে এসব উদাহরণ গ্রহণযোগ্য স্বীকার না করলে আল্লাহর এসব বান্দাদের প্রতি অশ্রদ্ধাও বেআদবি প্রদর্শন করা হবে।

কোরআনের প্রায় ৩৬০ টি আয়াতে 'আমল' শব্দের অবতারণা ঘটেছে। এসব আয়াত যে সার্বজনীন ধারণার জন্ম দেয় তা হল রুটি-রোজী সংগ্রহের প্রশ্নে কাজকর্ম নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে হজরত করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

معلون من القى كله على الناس

ঐ ব্যক্তি খোদার দরবারে অভিশপ্ত যে নিজের বোঝা অন্যের কাঁধে উঠিয়ে দেয়।

– ফরুগে কাফী, ৫ম খন্ড, আয়াত ঃ ৭২।

– তুহফুল উকুল, পৃ. ৩২।

পবিত্র নবী বংশের রূপকার সাদেকে আলে মুহাম্মদ (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله .

যে ব্যক্তি মেহনত মজদুরী করে নিজের সন্তানাদি পালন করে সে খোদার রাস্তার মুজাহিদ।

– ফরুগে কাফী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৮৮; বিহারুল আনওয়ার।

সত্যি বলতে কি ইসলাম মেহনত মজদুরির যে উঁচু মর্যাদা ও গৌরব দান করেছে তা অন্য কোন ধর্ম বা জীবন বিধানে সাধারণত দেখা যায় না।

হালাল রেজেক উপার্জন করার জন্য যারা ঘাম ঝরাতো তাদের সাথে শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ) এর প্রীতি ও সুসম্পর্কের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা সত্যি বিরল।

ইবনে আছির জজরী তাঁর রচনা 'উছওয়ায়ে হাছানা'য় যে উদাহরণ তুলে ধরেছেন তা সগৌরবে প্রণিধানযোগ্য, লিখেছেন ঃ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাঃ) যখন তাবুক যুদ্ধ হতে ফিরে এলেন সা'দ আল আনসারী (রাঃ) তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন। রাসূলে পাক (সাঃ) তার সাথে করমর্দন করলেন। সা'দকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, তোমার হাত দুখানি এত শক্ত হল কেন? সা'দ (রাঃ) উত্তরে বললেন, বেলচা দিয়ে কাজ করে ছেলে সন্তানদের আহার সংগ্রহ করি।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলে পাক (সাঃ) সা'দের হাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, এই হাত আগুন স্পর্শ করবেনা। – আসাদুল গাবাহ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৯।

আরেকবার তিনি যারা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আহার্য আহরণ করে তাদেরকে সুসংবাদ দেন ঃ

من اكل من كديده كان يوم القيامة فى عدد الانبياء ويأخذ ثواب الانبياء

যে ব্যক্তি নিজের হাত দিয়ে কাজ করে আহার্য সংগ্রহ করে খায় কিয়ামতের দিন তিনি নবীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন। তাঁকে পয়গম্বরদের মত পুরস্কৃত করা হবে। – বিহারুল আনওয়ার, ১০৩ খন্ড, পৃ. ১০।

জীবিকার্জনের ব্যাপারে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট এবং আহার্য সংগ্রহ করার সত্যিকারের পদক্ষেপ ও মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। প্রথমতঃ প্রত্যেকের জীবিকা আহরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে। অতঃপর পেশাগত যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। মুসলমান হিসেবে হালাল হারাম, জায়েজ না–জায়েজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। কোন অবস্থায়ই সেই সীমা লংঘন করা যাবে না। ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলমান তার কাজকর্মের সব দিক বিবেচনা করে দেখবে সেটাই প্রত্যাশিত। এজন্য মাতাপিতার কর্তব্য, ছেলেমেয়েদেরকে সুষ্ঠু শিক্ষা ও বাস্তব কর্মতৎপরতার দিক নির্দেশনা প্রদান করা। তাদেরকে সেই কাজের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে তাদেরকে চরিত্র গঠনের জন্য দীক্ষা দিতে হবে। যাতে তারা কর্মজীবনে আদর্শ ও সুশিক্ষার আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

www.nagorikpathagar.org

হালাল উপার্জন

উল্লেখিত আলোচনা হতে স্পষ্ট জানা যায় যে প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিজের এবং আপনজনের জীবিকার জন্য রোজগারের সঠিক মাধ্যম খুঁজে নিতে হবে। নিজের ও অন্যান্যের প্রয়োজন মেটাতে এবং আর্থিক সঙ্কট নিরসনে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করতে ইসলামী শরীয়ত বিশেষ তাগিদ দেয়। আরেকটি ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে, ঈমানদার ব্যক্তিকে তার সাংসারিক কাজকর্ম দক্ষতার সাথে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

মাতাপিতাকে সন্তানাদির মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে তুলতে হবে যে কোন পেশায় আত্মনিয়োগ করতে হলে কিংবা যে কোন সেবায় (Service) ব্যাপৃত হওয়ার জন্য সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে 'জায়েজ' বা নিষিদ্ধ কিনা। কারণ শরীয়ত সম্মত ব্যবস্থা হৃদয়-মনের পবিত্রতার নিশ্চয়তা দেয়। সার্বজনীন কল্যাণ সাধন ও ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে জীবিকার কিছু মাধ্যমকে শরীয়ত নিষিদ্ধ ও 'মকরূহ' বা অপছন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছে।

কোন ক্ষেত্রে যদি কাজ করা অবৈধ হয় তাহলে সেই মাধ্যম হতে উপার্জিত সব লাভ বা মুনাফা হারাম বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক, বেতন,

www.nagorikpathagar.org

কমিশন, ভাড়া, বোনাস, পুরস্কার, ইত্যাদি সবই হারাম বা অবৈধ উপার্জন।

কোরআন শরীফে ইহুদি সম্প্রদায়ের অবৈধ সম্পদ উপার্জনের জঘন্যতম ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط

মিথ্যা ভাষণ তারা শুনে ও হারাম রেজেক ভক্ষণ করে।

আল্লামা তাবতাবায়ী উক্ত আয়াতের তাফছির এভাবে করেছেন ঃ

فكل مال اكتسب من حرام فهو سحت

যে সম্পদই হারাম উপায়ে উপার্জন করা হয় তা 'ছুহত' বা হারাম। – আল মীজান, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৪১।

হজরত আলী (আঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به.

হারাম খাদ্য খেয়ে যে দেহ বাড়বে তার জন্য দোযখই উত্তম। – মাজমায়ূল বায়ান, আল্ হাদীস, পৃ. ৪৩৯।

রাসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال

ইবাদাতের ৭০টি অংশ আছে। হালাল উপার্জন তার মধ্যে সর্বোত্তম। – তুহফুল উকোল, পৃ. ৩২।

রাসূলে খোদা (সাঃ) যে ধারণা ও রীতিনীতির বাস্তবায়ন চেয়েছিলেন তার লক্ষ্য ছিল যে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকটি সদস্য হালাল রেজেক সন্ধান করবে এবং খোদারই পছন্দনীয় রীতি পদ্ধতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে আখেরাতের পথ সুগম করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

طوبى العبد طاب كسبه .

সেই ব্যক্তি সত্যি সৌভাগ্যবান যার উপার্জন নিষ্কলুষ হয়। – তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯।

হজরত আলী (আঃ) বলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

طوبى لمن ذل فى نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته وانفق الفضل من ماله.

সেই ব্যক্তি সত্যি বড় প্রশংসার্হ যে নিজেকে ছোট মনে করে, যার উপার্জন হালাল হয়, যার চরিত্র পরিশোধিত থাকে এবং যে তার সেই সম্পদের উদ্বৃত্ত আল্লাহর পথে ব্যয় করে। – নাহজুল বালাগা, পৃ. ৪৯।

হজরত ইমাম জা'ফরের (আঃ) শাগরেদ আবু বছীর মুরাদীর বর্ণনায় জানা যায়, হজরত সাদেক (আঃ) বলতেন, আমি আমার জমিতে এত কঠোর পরিশ্রম করি যে আমার মাথার ঘাম পায়ে পড়ে।

এত কঠিন শ্রমের উদ্দেশ্য হল ঃ

ليعلم الله عزو جل انى اطلب الرزق الحلال

যাতে আল্লাহ তা'লা জানেন যে আমি হালাল রেজেক সন্ধান করি। – ওছায়িলুশ শিয়া, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভালো কাজে উৎসাহ দান

যে সমাজ খোদাকে ভালভাবে চিনে, খোদার প্রদর্শিত পথে চলে এবং পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষমতা রাখে সে সমাজই উত্তম। কোরআনের ভাষায় ইসলামী সমাজ কাঠামোর আদর্শ স্বরূপ হল ঃ জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে দ্বীন-দুঃখী মানুষের সাহায্য ও আশ্রয়দানের প্রতি সমাজ গুরুত্বারোপ করবে।

কোরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

ওদের (ধনীদের) সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে। – সুরা আজজারিয়াত, আয়াত ঃ ১৯।

মাতাপিতা শিশুদেরকে সাহায্য সহযোগিতার নেক জজবা বা প্রেরণা দান করবে। সন্তানদেরকে শৈশব হতেই সাহায্য সহযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা মাতাপিতার অত্যন্ত জরুরী দায়িত্ব। অকল্যাণকর প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের উর্ধ্বে তাদেরকে রাখতে চেষ্টা করা; তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা, পারস্পরিক

www.nagorikpathagar.org

বৈষম্যানুভূতি মুক্ত হয়ে সবার ভেতর প্রেম ও সহমর্মিতার সৃষ্টি করা এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রেরণা দান করা মাতাপিতার কর্তব্য।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ۔

এবং আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু দান করেছেন তা থেকে পরকালের বাসস্থান তৈরী কর। দুনিয়ায় তোমার ভাগটি গ্রহণ করতে ভুল করবেনা। পরোপকার কর খোদা যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেনা। আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। – সূরা কাছাছ, আয়াত ঃ ৭৭।

রাসূলে মকবুলের (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য ঃ

একদা রাসূলে খোদা (সাঃ) তাঁর সাহাবাদের সঙ্গে বসেছিলেন। একজন অত্যন্ত শক্তিশালী যুবকের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি পড়ল। সে ভোরে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছে। সাহাবাগণ বললেন, আহা! এই যুবকের যৌবন ও শক্তি সামর্থ যদি আল্লাহর পথে নিয়োজিত হত! রাসূলে পাক (সাঃ) বললেন, তা বলবেনা। সে যদি তার নিজের প্রয়োজন মেটাতে এবং মানুষের কাছে হাত না পাতার উদ্দেশ্যে কাজ করতে বের হয় তাহলে সে আল্লাহ্র রাস্তায় খাটছে। যদি সে দুর্বল মাতাপিতা বা দুর্বল সন্তানাদির ভরন পোষণের জন্য পরিশ্রম করতে বের হয় তাহলে তার শ্রম আল্লাহর রাস্তায়। হাঁ, যদি সে গৌরব লাভের উদ্দেশ্যে অথবা অধিক ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য তার শক্তি ও গতর খাটায় তাহলে তা হবে শয়তানের রাস্তায়। – মাহ্জাতুল বায়দা, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৪০।

•

www.nagorikpathagar.org

ন্যায়পরায়ণতা

ইসলামের জীবন ব্যবস্থা প্রত্যেকটি মানব সন্তানকে সমাজে সাফল্য অর্জন করার জন্য- কর্মরত রাখার লক্ষ্যে নিবেদিত। এ সত্য জানার পর সবাইকে সাধারণভাবে কর্মরত থাকা জরুরী। রাসূলে পাক (সাঃ) যখন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোন যুবককে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে দেখতেন তখন তার সঙ্গীদের যে কথাটি জিজ্ঞেস করতেন তা হল এ লোকটি কি কোন কাজ করে? লোকজন যখন বলতেন, হাঁ সে কাজ করে, তখন রাসূলে খোদা (সাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। আর যখন তারা জানাতেন সে কোন কাজ করেনা তখন তিনি যুবকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। - বিহারুল আনওয়ার, ১০১ খন্ড, পৃ. ৯।

আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী (আঃ) বলেন :

من اطاع التوانی ضیع الحقوق ٠

অলস ও কর্মবিমুখ লোক কখনো তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে না। - মাজমুয়ায়ে শেখ ওয়রাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৯।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম মুহাম্মদ বাকির (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

قال موسى : يارب اى عبادك ابغض اليك قال جيفة بالليل بطال بالنهار .

হজরত মূসা (আ) আল্লাহ্ পাকের কাছে জানতে চান ঃ

হে প্রভু, কোন্ বান্দা আপনার নিকট ঘৃণ্য! উত্তর পেলেন যে সারা রাত শুয়ে কাটায় এবং দিনের বেলা বেকার থাকে। – সফিনায়ে বিহার, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৪।

ইসলাম প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তিকে কর্মরত দেখতে চায়। বেকারত্বকে ইসলামে ইনসাফ ও ন্যায় নীতির পরিপন্থী বিবেচনা করা হয়।

যারাই খোদার বিশেষ বান্দা হিসাবে ইহজগতে পরিগণিত হয়েছেন তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তাদের কর্মব্যস্ততার উদাহরণ রেখে গেছেন। সর্বক্ষেত্রে তারা ছিলেন কর্মরত। রেজেক আহরণের ব্যাপারে তারা কায়িক পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তারা শ্রমের মর্যাদা কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

কোন কাজ বা শ্রমের জন্য যেমনি আন্তরিক ও উপযুক্ত চেষ্টাচরিত প্রয়োজন তেমনি সে কাজের সাফল্যও উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের উপর নির্ভরশীল। কাজে ব্যর্থতা না আসুক সেজন্য পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে মাতাপিতাকে নিজেদের সন্তানদের কাজের জন্য সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে মানসিক ও প্রশিক্ষণগত প্রস্তুতির বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে ভালমন্দের ধারণা এবং ব্যক্তিজীবনে ও সামাজিক ক্ষেত্রে কল্যাণকর কর্মকান্ডের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। প্রবীণ লোক যুবকদের এই তালিম দিলে নতুন প্রজন্ম অবান্তর, অবাঞ্ছিত, বেমানান কিংবা অন্যায় অনুচিত পেশা গ্রহণ থেকে বাঁচতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি তার কর্মক্ষেত্রে সঠিক ও দক্ষ কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এবং নিজ পেশায় সুষ্ঠুভাবে কর্তব্যরত থাকে, সে কাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পেশা বা কাজ যদি কর্মস্পৃহা বা প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে সম্পন্ন না করা হয় তাহলে কাজের ফল আশানুরূপ হবে না এবং তা হলে কর্মক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

নবীয়ে আমীনের (সাঃ) নির্দেশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

اعملوا فكل ميسر لما خلق له ·

সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মরত থাক, তবে দেখবে তোমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকলে কাজ অতি সহজে হবে। – সফিনায়ে বিহার, ৩য় খন্ড, পৃ. ৭৩২।

আরেকটি হাদীসে নবীয়ে পাক (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

رحم الله امرأ عمل عملا فاتقنه ·

খোদা সেই ব্যক্তির প্রতি রহমত নাজেল করেন যে দক্ষতার সাথে কাজ সুসম্পন্ন করে। – ওছায়িলুশ শিয়া, ১৩ খন্ড, কিতাবুত্তিজারাহ।

হজরত আলী মুরতাজা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

من قصر فى العمل ابتلى بالهم ·

যে ব্যক্তি কাজ সুষ্ঠুভাবে করেনা সে দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয়। – নাহজুল বালাগা শরহ্ ও হাওয়াশী, ডক্টর সুবহী সালেহ্, পৃ. ৯৯১।

হজরত আলী (আঃ) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন ঃ

ان الله عزو جل يحب المحترف الامين·

বিশ্বস্ত কর্মকুশলীকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। – ওছাইলুশ শিয়া, ২য় খন্ড।

হজরত নবীয়ে পাকের (সাঃ) পর পরবর্তী ইমামদের সপ্তম পথিকৃত হজরত ইমাম মূসা কাজিম (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

من تكلف ماليس من عمله ضاع عمله وخاب امله

যে কাজে দক্ষ বা সিদ্ধহস্ত না হয়ে কাজ করার চেষ্টা করে তার কাজকর্ম নষ্ট হয় এবং তার অভিলাষ পূর্ণ হয় না।

এ প্রসঙ্গে সাদেকে আলে মুহাম্মদ (আঃ) বলেন ঃ

كل ذى صناعة مضطر الى ثلاث خصال يجتلب بها الكسب ، وهوان يكون حاذ قابعلم ، مؤد يالامانة مستميلا لمن استعمله

প্রত্যেক পেশাজীবীর তিনটি বৈশিষ্ট থাকতে হবে ঃ

(১) জ্ঞান ও পেশার দক্ষতা (২) আমানত বা বিশ্বাসযোগ্যতা এবং (৩) নেক জজবা বা আবেগ এবং ভদ্র ব্যবহার। – বিহারুল আনওয়ার, ১৭ খন্ড, পৃ. ১৮২।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নিয়ম শৃঙ্খলা

জীবনের সার্বিক কর্মকান্ডের কোন ব্যাপারেই অতিমাত্রায় কিংবা অপর্যাপ্ত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া ঠিক নয়। যে কোন কাজে সঠিক ও অভিপ্রেত সীমার ভেতরে থেকে কাজ করে যেতে হয়। জীবিকা সংস্থানের প্রশ্নে সুবিন্যস্ত ও সংযত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে অনেক বুদ্ধিমান ও বিবেকসম্পন্ন লোক জীবিকা ও সম্পদ আহরণকে 'বাঁচার উপায়' হিসাবে বিবেচনা না করে তা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন। ফলে, তারা সমাজে অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য সময় পাননা। এমনকি নিজেদের সীমিত পরিসরেও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় তারা সাধারণ জীবন যাত্রায় সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরজীবনের জন্য তাদের কাছে সত্যি বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা।

সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জাগতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা অবাঞ্ছিত না হলেও এর অর্থ এই নয় যে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসবে এবং নিজেকে 'রোবট' বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পরিণত করে ফেলবে। নবীয়ে পাকের (সাঃ) বংশের সত্যনায়ক হজরত ইমাম জাফর (আঃ) এরশাদ করেন। ঃ

www.nagorikpathagar.org

ایاك والضجر والكسل ، انهما مفتاح كل سوء ، انه من كسل لم يود حقا ومن ضجر لم يصبر على حق-

জাগতিক কাজে নিজেকে অত্যাধিক নিয়োজিত করবেনা যাতে এতটুকু অবসর পাওয়া যায়না এবং এত বেশি অলস হবে না যাতে নড়াচড়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এ দু অবস্থাই সব অপকর্মের মূল। স্মরণ রাখবে, যে ব্যক্তি অলস ও কর্তব্য কাজে অবহেলা করে সে তার জীবনে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে এবং যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ততা প্রদর্শন করে সেও দায়িত্ব পালনে শেষ পর্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়ে। – ওছায়িলুশ শিয়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৯।

আসল কথা হল, ব্যস্ততা ও কাজকর্ম যে কোন ধরনেরই হোক না কেন শ্রম, চাকুরী, কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প স্থাপনা প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে মানুষকে যথার্থ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হলে পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কর্মতৎপরতা, ব্যস্ততা নিষ্ঠা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করার ব্যাপারে হজরত ইমাম জাফর সাদেকের (আঃ) অনুসরণীয় আহবান হল ঃ

ليكن طلبك المعيسده فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضى ا بدنياه المطمئن اليها

জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রে তোমাকে আলস্য, অনীহা পরিত্যাগ করে নিজেকে যথার্থভাবে সচেষ্ট ও সক্ষম করে তুলতে হবে। একই ভাবে জাগতিক উন্নয়নের জন্য লোভাতুর মানুষকে জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে সংযমী ও লোভ–লালসার উর্ধ্বে উঠতে হবে। – মজময়ায়ে ওররাস, ১ম খন্ড, পৃ. ১০ ওছায়িলুশ শিয়া ২য় খন্ড, পৃ. ৩০।

এই আলোচনার আলোকে মাতাপিতার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব হল, তাদেরকে ছোটবেলা হতে পরিমিত ও সঠিক পথে চলার জন্য দীক্ষা প্রদান করা। লোভ লালসা পরিহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। তাদের ধ্যান–ধারণা, সবর, সংযম এবং ইসলামী মানসিকতার সাথে পরিচয় ঘটানো।

মুহদ্দীস হজরত তুসী আবু হামজার সনদ অবলম্বনে বর্ণনা করেন।

يا بنى: لا بدللعاقل من ان ينظر فى شأنه، فليحفظ

www.nagorikpathagar.org

لسانه، وليعرف اهل زمانه

হে প্রিয় পুত্র, বুদ্ধিমান লোককে সর্বদা নিজের কৃত কর্মের ফলাফল যাচাই করে দেখতে হয়। তাকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে এবং তাকে তার সমসাময়িকদের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

রাসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

للمومن ثلاث ساعات، فساعة يناجي فيهاربه ، وساعة يرم معاشه وساعة يخل بين نفسه وبين لزتها .

মুমীন বান্দার তিনটি সময় তাৎপর্যপূর্ণ ঃ (১) যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কান্নাকাটি করে দোয়া ও কৃপা ভিক্ষা চায়, আর (২) যখন সে তার জীবিকা আহরণের ব্যাপারটি নিয়ে প্রচেষ্টা চালায় এবং (৩) যখন সে শারীরিক বা গোপনীয় বিনোদনের প্রয়োজনে নিজেকে আলাদা করে নেয়।

– কাফী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৮৭

– আল–আমালী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৫

ইমাম হজরত রেজা (আঃ) বলেন ঃ

اجعلوا لانفسكم حظاً من الدنيا وباعطائها ماتشتهى من الحلال ومالم تثلم المروئة ولاسرف فيه واستعينوا بذلك على امورالدينا

এ পৃথিবীর ভোগ বিনোদনের জন্য তোমার একটি নির্ধারিত অধিকার রয়েছে। সে জন্য সময় বের করে নাও। তোমার বৈধ ভোগবিলাস পূর্ণ করে নাও। খেয়াল রাখবে তোমার ভাবমূর্তি, মর্যাদা, শরাফত এবং পৌরুষ্য যেন খর্ব না হয়। সে জন্য সীমার ভেতরে থাকতে হবে। অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত কিছুই করোনা যাতে দুনিয়ার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তুমি সফলকাম হতে পার। – বিহারুল আনওয়ার, ১৭ খন্ড, পৃ. ২০৮।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আত্মনির্ভরশীলতা

শান্তি ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করার জন্য বৈধ আয়ের যথোপযুক্ত মাধ্যম দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের কাম্য। জীবিকার্জ্জনের উপায়, মানসিক প্রস্তুতি ও প্রয়াস এবং কায়িক শ্রম ও প্রচেষ্টা দ্বারাই সেই ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

দারিদ্র হতে খোদা সবাইকে রক্ষা করুক। দরিদ্র লোক যে কত দুর্বল, অক্ষম ও বঞ্চিত তা বলাই বাহুল্য। হজরত আলী (আঃ) তাঁর উপযুক্ত সন্তান মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

يابني ، انى اخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فان الفقر منقصة للدين ، مدهشة للعقل، داعية للمقت !

হে প্রিয় পুত্র, আমার ভয় হচ্ছে তুমি না দরিদ্র হয়ে যাও। দারিদ্র হতে খোদার কাছে মাফ চাও। কারণ আর্থিক দৈন্যতা দ্বীনের ক্ষতি সাধন করে মানসিক উত্তেজনা ও পেরেশানি সৃষ্টি করে। দৈন্যতা সমাজে মানুষকে ঘৃণ্য করে তুলে। – নাহজুল বালাগা ও হাওয়াশী, ডক্টর সুবহী সালেহ পৃ. ৫৩১।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেন ঃ

لا خير فى من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه

ويقضى به فى نبه ويصل به رحمه -

যে ব্যক্তি নিজের মান মর্যাদা রাখতে হালাল সম্পদ সংগ্রহ করতে চায় না, তা দিয়ে ধারকর্জ শোধ করতে চায়না এবং তা দিয়ে আপন জনকে সাহায্য করতে পারেনা, তার জীবন সুন্দর-সার্থক হতে পারে না। - বিহারুল আনওয়ার ১০০ খন্ড, পৃ. ৭; ফরোগে কাফী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৭৩।

ইমাম মুহাম্মদ বাকির (আঃ) এরশাদ করেন ঃ

من طلب الدنيا حلالا، استعفا فاعن المسئلة وسعيا على

عياله وتعطفا على جلره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر

যদি কোন ব্যক্তি হালাল উপায় অবলম্বনে রোজগার করে- মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত না বাড়ানোর জন্য, তার পরিবারকে ভরনপোষণ করার জন্য ও তার পাড়া পড়শীকে সাহায্য করার জন্য তাহলে আল্লাহ তা'লার সঙ্গে তার যখন পরকালে দেখা হবে তার চেহারাটা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে।

- বিহারুল আনওয়ার ১০০ খন্ড, পৃ. ৮

- মছতাদরাকুল ওছায়েল, ২য় খন্ড, পৃ. ৪২৪।

আউলিয়া কুলের শিরোমনি আমীরুল মু'মিনীন (আঃ) আল্লাহর দরবারে যে ভাষায় করুণা প্রার্থনা করতেন তা হল ঃ

اللهم صن وجهى باليسار ولا تبزل جاهى بالا قتار.

হে খোদা! স্বাচ্ছন্দ দিয়ে আমার মর্যাদার হেফাজত কর, অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে দুনিয়ার নিকট আমার মান ক্ষুণ্ন করো না। - নাহজুল বালাগা, শারহ ও হাওয়াশী, - ডক্টর সুবহী সালেহ, পৃ. ৩৪৭

হজরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আলী বিন আবদুল আজীজ হতে বর্ণিত ঃ সাদেকে আলে মুহাম্মদ (আঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ উমর বিন মুসলিম কি ব্যবহার করলেন? উত্তরে বললাম- আমি আপনার জন্য কোরবান হতে প্রস্তুত - তিনি বাণিজ্য ত্যাগ করে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তার সর্বনাশ হোক, তিনি কি জানেন না যে দুনিয়াত্যাগীর দোয়া কবুল হয় না।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থসূচী

১. আল-কোরআন আল হাদীস

২. আদ্‌য়িয়ায়ে সহীফায়ে সাজ্জাদীয়া- হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ)

৩. আনওয়ার আল-তানজীম - আবদুল্লাহ বিন উমর আল-বায়দাভী

৪. উসোলে কাফী - মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব কুলাইনী

৫. আল-ইরশাদ - শেখ মুফিদ

৬. আল-আমালী - শেখ সাদোক

৭. আসাদ আল গাবাহ - ইবনে আছির জজরী

৮. আ'ইয়ানুশ শিয়া - সৈয়দ মুহসীন আমীন আল-আমিলী

৯. আল-আখলাক আল- কোরআনীয়া - জুহের আল-আ'রজী

১০. উসোল তা'লীম - ডক্টর খাজা গোলাম আল- সৈয়ীদান

১১. বিহার আল-আনওয়ার - আল্লামা মজলিসী

১২. আল-বায়ান - মুহাম্মদ বিন হাসান তোসী

১৩. তুহফুল উকোল - ইবনে শ'বাহ হারবানী

১৪. তাহজীব আল-আহকাম - মুহাম্মদ বিন হাসান তোসী

১৫. তারিখে ইয়াকুবী - ইবনে ওয়াজেহ ইয়াকুবী

১৬. জামে' আলবায়ান - ইবনে জারীর তাবারী

১৭. জামে তিরমিজী - মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিজী

১৮. আল-দুরা-আল মনছোর - জালালুদ্দিন সুয়োতী

১৯. আল-জরইয়া ইলা তাছনিয়া আল-শিয়া- আগাজ বুজুর্গে তেহরানী

২০. রাওজাহ আলকাফী - মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব কুলাইনী

২১. রাওজাত আল-জান্নাত - মুহাম্মদ বাকীর খাওয়ানসারী

২২. সুনন আবু দাউদ - ইমাম আবু দাউদ

২৩. সীরাতুন্নবী - শিবলী নুমানী, সুলেমান নদভী

www.nagorikpathagar.org

২৪. শরহে নাহুজ্জল বালাগা – ইবনে আবিল হাদীদ, ডক্টর সুবহী সালেহ
২৫. আল সহীহ মিন সীরাতির রাসূল – জা'ফর খুবতাজা আমিনী
২৬. সহীহ বোখারী – ইমাম বোখারী
২৭. সহীহ মুসলীম – ইমাম মুসলিম
২৮. উয়োনু আকবারিরেজা – শেখ সদোক
২৯. গুরারুল হেকম ও দুরারুল কিলম – আবদুল ওয়াহিদ আযদী
৩০. দুরো' আওর রাওতায়ে কাফী – মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব কুলাইনী
৩১. ফাজায়ীলুল ইমাম আলী – মুহাম্মদ জোয়াদ মুগনিয়া
৩২. আল–ফুছোল ফি হিরাতির রাসূল – ইবনে কছীর দিমেশকী
৩৩. ফজরুল ইসলাম – আহমদ আমীন
৩৪. কুরবুল আসনাদ – আবদুল্লাহ বিন জা'ফর হুমেরী
৩৫. কোদক ও জোয়ান – মুহাম্মদ তকী ফলসফী
৩৬. কাবাকুল মছিজ্জাহ – সৈয়দ আলী বিন তাউছ
৩৭. আলকিনা ও সালমালকার – শেখ আব্বাছ কুম্মী
৩৮. মিশকাতুল আনওয়ার – আবুল ফজল আলী বিন হাসান তবরসী
৩৯. মুহতারাকুল ওছাছিরুল – মির্জা হুসেন নূরী
৪০. মকারিমুল আখলাক – রজিউদ্দিন হাসান বিন ফজল তবরনী
৪১. মাজমুয়ায়ে ওররাম (নুজহাতুন নাকিব) – শেখ ওররাম বিন আবু ফরাছ হাল্লী
৪২. মান লা ইয়াহজুরুল ফকীহ – শেখ সদোক
৪৩. আলমীজান ফি তাফছীরুল কোরআন – সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবায়ী
৪৪. মকাতিবুর রাসূল – আলী বিন হুসাইন আলী আহমদী
৪৫. মকাদ্দিমা ইবনে খালদোন – আবদুর রহমান বিন খালদোন
৪৬. নাকদুল হাদিস – ডক্টর হুসাইন হাজ্জ হাসান
৪৭. ওছায়িলুশ শিয়া – শেখ হার আমিলী
৪৮. আল–ওয়ালী – মুল্লা মুহসিন ফয়জ কাশানী
৪৯. আল ওছায়িকুসসিয়াছীয়া – ডক্টর হামিদুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

পাশ্চাত্য গ্রন্থাবলী ঃ

1. How to parent - Dr. Fitzhugh Dodson, Nash Publishing Co. Los Angeles 1970
2. Between parent and child, Dr. Haim Ginnot, The MacMillan Co., New York, 1965
3. Between parent and Teenager - Dr. Haim Ginnot
4. Improving your child's behavinor - Dr. Medeline Hunter and Dr. Paul Carlson
5. Parent effectiveness Training - Dr. Thomas Gordon, Peter H Wyden, Inc. New York, 1970
6. The World of the child - Edited by Toby Talbot, Anchor Books, New York, 1968
7. How children learn - John Holt, Pitman Publishing Corporation, New York, 1967
8. Improving Your Child's Behavior Chemistry - Lendon H. Smith, Pentice-Hall Inc. New Jarsey, 1976
9. Teacher and child - Haim Ginott, MacMillan New York, 1972
10. How to Help Your child Get the Most Out of School - Stella Chess and Jane Whitbread, Doubleday and Co. Inc. 1975
11. Child Development through Literature - Edited by Ethoit D. Landan and others, Prentice - Hall, Inc., New Jersey, 1972
12. How to raise a brighter child - By Joan Beck, Trident Press
13. Give Your Child a superior mind - Siegfried and Therese Engelmann (Simon & Schuster).
14. Magical child by Joseph Pearce, Bantam Books, New York, 1980
15. A short history of Religion - By E.E. Kellett, London, 1939.

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

জাহিলিয়াতের যুগের পাপাচার, সন্তানের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহারকে ইসলাম নিন্দনীয় অপকর্ম হিসাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে সন্তানের প্রতি সুবিচার ও সুশিক্ষা প্রদানের জন্য জোর দেয়। ছেলে হোক, মেয়ে হোক সন্তানের প্রতি উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার ইসলাম কখনো অনুমোদন করেনা।

. . . ছেলে মেয়েকে আক্ষরিক অর্থে হত্যা করা হচ্ছেনা হয়ত; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা হতে ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা তাদেরকে হত্যা করারই শামিল। . . .এটা আওলাদকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার চাইতে কম নয়। সে জন্য মাতা পিতাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।